নব আনন্দে জাগো আজি নবরবিকিরণে...

BAJKUL UNITED FORUM
ESTD.- 2011
KISMAT BAJKUL • PURBA MEDINIPUR

মিলন মেলা

দ্বিতীয় সংখ্যা, ২০১২

পরিচালনায় ঃ

বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম

(একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা)

রেজিঃ নং-এস/১এল/৮৬৭৫৭, তেঠিবাড়ী, কিসমত বাজকুল, পূর্ব মেদিনীপুর
E-mail : bajkul_unitedforum@rediffmail.com

মিলন মেলার
সাফল্য কামনায় ...

আর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতায়

৬৭ বছরের ধারাবাহিকতা

কন্টাই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

প্রধান কার্যালয় ঃ কাঁথি ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর ঃঃ পিন- ৭২১৪০১
ফোন- (০৩২২০) ২৫৫-০২৩/২৫৫-১৮০/২৫৫-৫৩৬ ঃঃ ফ্যাক্স- (০৩২২০)-২৫৯২৯২/২৫৪১৮৯
e-mail- ho@cebl.in/cebltd@gmx.de ★ Website- http://www.cebl.in

অগ্রগতি ও আস্থার অনন্য নজির
৩১/০৩/২০০৯-এ ৩৭০.০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৩০/০৯/২০১২-এ
আমাদের আমানত দাঁড়িয়েছে ৬২৫.৭৮ কোটি টাকায়।

শাখা সমূহ

মেইন ব্রাঞ্চ-	(০৩২২০) ২৫৫০২৩	হেঁড়িয়া-	(০৩২২০) ২৭৬২১০	পাঁশকুড়া-	(০৩২২৮) ২৫২৩২৩
	(০৩২২০) ২৫৫১৮০	মঙ্গলামাড়ো-	(০৩২২০) ২৪৯২২২	নন্দকুমার-	(০৩২২৮) ২৭৫৩৩৪
	(০৩২২০) ২৫৫৫৩৬	বেলদা-	(০৩২২২) ২৫৫২৩৯	বাড়বড়িষা-	(০৩২২৮) ২৫৬৩৭১
রামনগর-	(০৩২২০) ২৬৪২৫১	দুর্গাচক-	(০৩২২৪) ২৭৪১৯৬	বড়বাজার-	(০৩৩) ৬৫৩৫৫৬৭৮
এগরা-	(০৩২২০) ২৪৪২৩৪	মহিষাদল-	(০৩২২৪) ২৪০২৪৯		(০৩৩) ২২৫৭০০০৮
	(০৩২২০) ২৪৫৮৯২	নন্দীগ্রাম-	(০৩২২৪) ২৩২৩১৮		

দুঃস্থ রোগী ও ছাত্র-ছাত্রীদের নামমাত্র মূল্যে
কোলকাতায় থাকার জন্য ব্যাঙ্কের নিজস্ব

ওয়েলফেয়ার হোম

বুকিং হেড অফিসসহ সমস্ত শাখা মারফৎ

শ্রী সুবিমল মাইতি, সম্পাদক
শ্রী চন্দন কুমার সিন্‌হা, সহ-সভাপতি
শ্রী শুভেন্দু অধিকারী, সাংস, সভাপতি

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম এর দ্বি-বার্ষিকি মিলন মেলার সকল সদস্যগণ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি.....

দেশে বিদেশে সেই সকল মহান জ্ঞানী ও গুণী মানুষ অমৃতলোকে গমন করেছেন, তাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে যারা আত্মবলিদান করেছেন; তাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।

এই মিলন মেলা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নিহত এবং সাম্প্রদায়িক, রাজনৈতিক হানাহানি এবং দুর্ঘটনায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাদের প্রতি গভীর শোক ও তাদের পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

স্মরণ করি উল্লেখযোগ্য স্বদেশ সাধক, সমাজসেবী, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, সঙ্গীত শিল্পী, চিত্র তারকা, খেলোয়াড়দের.....

সকল প্রয়াত মহৎপ্রাণের বিদেহী আত্মার শান্তির কামনা করি।

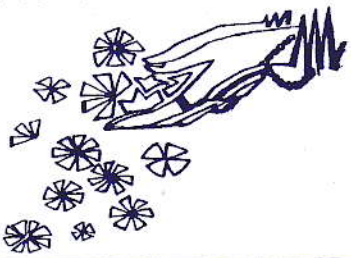

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মাননীয় শ্রীযুত শিশির অধিকারী-সাংসদ, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, শ্রীমৎ স্বামী ভুবনেশ্বরানন্দজী মহারাজ -চণ্ডীপুর রামকৃষ্ণ মঠ, শ্রীশুভেন্দু অধিকারী-সাংসদ, শ্রী সৌমেন মহাপাত্র-জল সম্পদ উন্নয়ন পঃ বঃ, শ্রী দিব্যেন্দু অধিকারী-বিধায়ক, জনাব মামুদ হোসেন-সহ সভাধিপতি, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ, ডঃ অনিন্দ্য কিশোর ভৌমিক -প্রাক্তন অধ্যক্ষ, শ্রীরণজিৎ মণ্ডল-বিধায়ক, শ্রী সৌমেন্দু অধিকারী-পৌর পিতা, শ্রী গান্ধী হাজরা-সভাধিপতি, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ। শ্রী কার্ত্তিক ব্যানার্জী-সভাপতি, বিবেক, রাজা মজুমদার-সমাজসেবী, ডাঃ দেবাশীষ সামন্ত, সামীম আখতার -ভিভা, শ্রী সমরেশ দাস-বিধায়ক, ডাঃ বাদল অশ্রু ঘাঁটা, শ্রী স্বপন রায়, সেক আহম্মেদ উদ্দিন, শ্রীমতী অনিতা বর্মণ-প্রধান, কাজলাগড় অঞ্চল, শ্রীমতী অনিতা বর্মণ-প্রধান, কাজলাগড় অঞ্চল, দমকল বাহিনী-কাঁথি, কাঁথি পৌরসভা, কন্টাই কো অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, সংবাদ প্রতিদিন, দৈনিক চেতনা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ICORE, ভিভা, ভগবানপুর থানা, বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, বিদ্যুৎ দপ্তর, মাহিন্দ্রা Starindia agencies, IDBI Bank-Tamluk এগরা নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি, Ultra Fresh পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ, মুগবেড়িয়া সেন্ট্রাল কো অপারেটিভ লিমিটেড, আলো এবং মাইক, সমস্ত বিজ্ঞাপন দাতা, ব্যবসায়ী বন্ধুগণ, এবং অন্যান্য অনেক শুভানুধায়ীবৃন্দ।

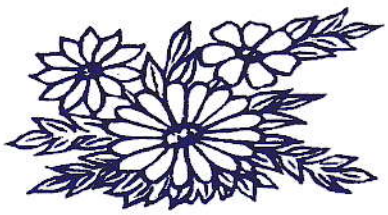

শিশির কুমার অধিকারী
SISIR KUMAR ADHIKARI

संसद सदस्य (लोक सभा)
MEMBER OF PARLIAMENT
(LOK SABHA)

Date: December 15, 2012

M-e-s-s-a-g-e

I am glad to know that **'Bajkul United forum'** is going to organize **"Bajkul Milan Mela O Pradarshani"** with a great fanfare at Bajkul Mahavidyalaya Campus from 16.12.2012 to 23.12.2012. On this eventful moment, I do wish that **the 'Mela' be succeeded in a befitting manner.** Social activities like organising different cultural programmes, health camps, blood donation camp, distributing clothes to the helpless and distributing books to meritorious students show their commitment to the society. I do wish that the 'Mela' be a great success in putting its enchantment upon our eyes and joyfully playing on the chord of our heart in varied cadence of pleasure and pain.

On this great occasion their noble endeavour to bring out a souvenir shows their committed zeal and eloquence.

I convey my heartfelt greetings and felicitations to all associated with such greatness.

With regards.

15.12.12
(SISIR KK. ADHIKARI)
Member of Parliament
(LOK SABHA)

To,
Mr. Rabin Chandra Mondal,
The Secretary,
Bajkul United Forum,
Tethibari, Kismat Bajkul, Purba Medinipur.

NEW DELHI : 15, Windsor Place, New Delhi-1, Ph. : 011-2307-4265
CONTAI : Karkuli, Contai, Purba Medinipur, W.B. Ph. No. 03220-255577 (O), 03220-255067 (R)
Mobile No. : +919434039494, 9732508485

SUVENDU ADHIKARI
Member of Parliament (Lok Sabha)

Date: December 15, 2012

M-e-s-s-a-g-e

The receptacle of my heart replete with pleasure to know that "Bajkul Milan Mela O Pradarshani" is going to be held with much grandeur under the aegis of Bajkul United Forum. On this auspicious occasion, I do wish that the eventful days of Mela from December 16, 2012 to December 23, 2012 may bring the occasion of harmony and be it a tryst enliven with real mirth and pleasure. It is praiseworthy that the 'Mela' will be enriched with different consecrated social programmes in pursuit of solidarity, fraternity, brotherhood and national integrity among people. I do wish that the 'Mela' be enriched with much more splendour and altruism in the days to come.

To keep a luminous reminiscence of this occasion their noble endeavour to bring out a souvenir be succeeded in a befitting manner.

I convey my heartfelt greetings and felicitations to all associated with such greatness.

With regards,

Suvendu Adhikari
(SUVENDU ADHIKARI) 15.12.12
Member of Parliament
(LOK SABHA)

To:
Mr. Rabin Chandra Mondal,
The Secretary,
Bajkul United Forum,
Tethibari, Kismat Bajkul, Purba Medinipur.

DELHI :- 62, North Avenue, New Delhi-110001 Ph. : 011-23093924, Telefax : 011-23093923
TAMLUK :- Manisha Apartment, Flat No.-A4, Parbatipur, Tamluk, Purba Medinipur, W.B.
Ph. : 03220-256031, Fax (O) : 03220-255577 / 03228-267314

DIBYENDU ADHIKARI
Member
West Bengal Legislative Assembly

Vill. : Karkuli
P.O. + P.S. : Contai
Dist. : Purba Medinipur
West Bengal, Pin - 721401
9434005207 (M)
97324 69333 (M)
03220-255067 (Resi)
03220-259399 (Fax)

D.O. No. ....

Date 12.12.2012...........

MESSAGE

I am glad to learn that Bajkul United Forum is going to organize the Bajkul Milan Mela O Pradarsani – 2012 during the period from 16th Dec. to 23th Dec. 2012 at Bajkul Milan Mela like previous years.

In this auspicious occasion Bajkul United Forum has decided to organize cultural programmes & Competitions, health camp, blood donation camp, distribution of garments to the weaker section of people etc. which will enrich the whole programme.

The Mela Committee has decided to publish one colourful "SOUVENIR" to mark this occasion. The attempt of the Mela Committee is praiseworthy.

I wish the all success of the Bajkul Milon Mela O Pradarsani – 2012.

(Dibyendu Adhikari)
M.L.A. West Bengal

To,
Sri Rabin Chandra Mandal,
Secretary,
Bajkul United Forum Milon Mela – 2012,
Bajkul, Purba Medinipur.

Kolkata Residence 37/6A, S.N. Banerjee Road, Kolkata - 700 038. Ph. : (033) 2445 5224

গান্ধী হাজরা
সভাধিপতি

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ
তমলুক ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর
দূরভাষ ঃ (০৩২২৮) ২৬৯৬৭৭
(০৩২২৮) ২৬৯৬৭৮
ফ্যাক্স ঃ (০৩২২৮) ২৬৯৬৭৩

শুভেচ্ছা বার্তা

জেনে আনন্দিত হয়েছি যে আগামী ১৬-২৩ শে ডিসেম্বর, ২০১২ বিগত বৎসরগুলির মতো "বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম" বাজকুল মিলন মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। তারা যে সকল জনকল্যান কর্মসূচী যেমন - সাংস্কৃতিক, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, স্বাস্থ্য শিবির, রক্তদান শিবির, অসহায়দের পোষাক বিতরণ, দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পুস্তক বিতরণ ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের এই মিলন মেলা উদযাপনের উদ্যোগ নিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে।

তাদের অনুষ্ঠানসহ সমস্ত কর্মসূচী সার্থক হোক ও সাফল্য লাভ করুক এই কামনা করি ও সেই সঙ্গে উদ্যোক্তাদের হার্দিক অভিনন্দন জানাই।

শুভেচ্ছাসহ -

(গান্ধী হাজরা)
সভাধিপতি
পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ

প্রতি ঃ
মাননীয় সম্পাদক,
বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম
টেঁটিবাড়ী কিসমৎ বাজকুল
পূর্ব মেদিনীপুর

SOUMENDU ADHIKARI
Chairman, Contai Municipality

MESSAGE

"Bajkul United Forum" help the people to eradicate ignorance, illiteracy and superstitions.

I am also glad to learn that the "Bajkul Milan Mela O Pradarsani" is going to hold on and from 16th December,2012 to 23rd December,2012 at the Bajkul Milani Mahavidyalaya Campus, Bajkul, Purba Medinipur -premises like previous years.

The attempt of the organization in praiseworthy. Hope the people of Contai will be benefitted by collecting their choice able goods from Bajkul Milan Mela O Pradarsani".

In this occasion the organization decided to publish colourful Souvenir.

I convey my heartfelt greetings to organizers for holding Bajkul Milan Mela O Pradarsani" which will help the people to upgrade their Cultural lives.

I wish the every success of Bajkul Milan Mela O Pradarsani"

12/12/12

(Soumendu Adhikari)
Chairman
Contai Municipality

To
The Secretary,
Bajkul Milan Mela O Pradarsani.
Bajkul; Purba Medinipur

RESIDENCE - Karkuli, Contai, Purba Medinipur, West Bengal Pin 721401, Ph. No - 03220 - 255067
OFFICE - N.S. Road Contai, Purba Medinipur, West Bengal. Pin - 721401, Ph. No. 03220 - 255017, Fax - 03220 259399
Mobile No - 9434118567 / 9732591797, Mail ID - soumenduad@gmail.com

মিলন মেলা ও প্রদর্শনী কমিটি-২০১২

সভাপতি ঃ শ্রী অর্দ্ধেন্দু মাইতি

সহঃ সভাপতি ঃ শ্রী শংকর প্রধান

সম্পাদক ঃ শ্রী রবীনচন্দ্র মণ্ডল

সহঃ সম্পাদক ঃ শ্রী শঙ্খবরণ হুতাইত

কোষাধ্যক্ষ ঃ শ্রী চন্দন নাজির

পত্রিকা সম্পাদক ঃ শ্রী স্বরাজ কুমার করণ

সদস্যগণ ঃ

সর্বশ্রী বিজন সামন্ত, মানস বেরা, সুমিত বেরা, শক্তিপদ দাস, অরুন দাস, রামকৃষ্ণ মণ্ডল, ডঃ দেবাশিষ সামন্ত, গোবিন্দ সামন্ত, চন্দন কর, রাজকমল দাস, গণেশ দাস, সুবিনয় মাইতি, শান্তনু কর, ডঃ নিথর রঞ্জন মধু, পীযুষকান্তি দন্ডপাঠ, মানস কবি,গোবিন্দ কর, সপ্তর্ষি চ্যাটার্জী, বিশ্বনাথ দোলই, ডঃ বিকাশ প্রতিম মাইতি, তন্ময় দাস, কৌশিক জানা, সন্তু নাজির, ভক্তিপদ দাস, সন্তোষ সমান্ত, নয়ন রানা, বাপ্পা মাইতি, নয়ন নাজির, নাড়ুগোপাল মান্না, নন্দন মণ্ড, শেখর দাস, স্বপন মণ্ডল, দেবকমল মণ্ডল, নির্মলেন্দু দাস, চন্দন দাস অধিকারী, রূপম পট্টনায়ক, চন্দন মালি, মানস মাইতি, স্বর্ণকমল দাস, রবি নাজির, সুখেন্দু মাইতি, দেবকমল দাস, গুরুপদ রাউৎ, কৌশিক মাইতি, তপন দাস, কল্যাণ মাইতি, ননীগোপাল মাজী, অচিন্ত্য শাসমল, কৌস্তভ মহাপাত্র, মোহন খালুয়া, আনন্দ প্রধান, নারায়ণ মাইতি (ভচা), ডঃ অরুণ গিরি, শঙ্কর নাজির, বাবলু মণ্ডল, দিবাকর দাস, পরিমল মাইতি, সুদীপ্ত দাস, দীনেশ দাস, শুকদেব শীট, শঙ্কর মাইতি, সঞ্জীব বারুই, কৃষ্ণেন্দু সিনহা, নাথু মণ্ডল, পল্টু রাউৎ, সৌমেন গুড়িয়া, সমীরণ মণ্ডল, আশীষ বেরা, সন্দীপ প্রধান, প্রদীপ প্রধান, সেক্ আমজাদ, তরুণ কুমার কুইতি, বিশ্বজিৎ বেরা, মানিক কর, বুদ্ধদেব মাইতি।

মিলন মেলা ও প্রদর্শনী

অনুষ্ঠান সূচী

১৬ই ডিসেম্বর, ২০১২ রবিবার ঃ

বিকাল ৪ টায় ঃ উদ্বোধন।
উদ্বোধক ঃ মাননীয় শ্রী শিশির অধিকারী, (সাংসদ) প্রাক্তন-কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।
প্রধান অতিথি ঃ মাননীয় শ্রীমৎ স্বামী ভুবনেশ্বরানন্দজী মহারাজ, *অধ্যক্ষ-চণ্ডীপুর রামকৃষ্ণ মঠ।*
বিশেষ অতিথি বৃন্দ ঃ মাননীয় শ্রী দিব্যেন্দু অধিকারী (বিধায়ক)
মাননীয় মামুদ হোসেন (সহসভাধিপতি) পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ।
মাননীয় ডাঃ বাদল অশ্রু ঘাঁটা, বিশিষ্ট সমাজসেবী।
মাননীয় শ্রী স্বপন রায়, বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ
মাননীয় ডাঃ দেবাশীষ সামন্ত, বিশিষ্ট সমাজসেবী।
মাননীয় সেক আহম্মেদ উদ্দিন, সদস্য, জেলা পরিষদ।
মাননীয়া শ্রীমতী অনিতা চৌধুরী (প্রধান, কাজলাগড় অঞ্চল)
মাননীয়া শ্রীমতী বন্দনা বর্মন (প্রধান, গড়বাড়ী-২নং অঞ্চল)
উপস্থিত থাকবেন ঃ চলচিত্র খ্যাত রূপালী পর্দার নায়িকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।
রাত্রি ৯ টায় ঃ সুরসঙ্গম বাংলা ব্যাণ্ড।

১৭ই ডিসেম্বর, ২০১২ সোমবার ঃ

বিকাল ৪ টায় ঃ যে কোন ছড়া (৫ম শ্রেণী পর্যন্ত)
বিকাল ৫ টায় ঃ লোকনৃত্য (৫ম থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত)
সন্ধ্যা ৬ টায় ঃ হারবোলা (সর্বসাধারণ, সময় ৪মিঃ)
সন্ধ্যা ৬.৩০মিঃ ঃ হাস্যকৌতুক, (সর্বসাধারণ, সময় ৪মিঃ)
রাত্রি ৮ টায় ঃ বহিরাগত শিল্পী দ্বারা বিচিত্রানুষ্ঠান।
মেঠোদল ও আলোর যাত্রী, মহাজাতি সদনের শিল্পীবৃন্দ।

১৮ই ডিসেম্বর, ২০১২ মঙ্গলবার ঃ

বিকাল ৪ টায় ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে কোন কবিতা (৬ষ্ঠ-৯ম শ্রেণী পর্যন্ত)
বিকাল ৫ টায় ঃ নজরুল গীতি (৫ম শ্রেণী পর্যন্ত)
সন্ধ্যা ৬ টায় ঃ মুকাভিনয় (সর্বসাধারণ, সময়-৪মিঃ)
রাত্রি ৮ টায় ঃ কলিকাতার শিল্পী দ্বারা বিচিত্রানুষ্ঠান।
বিশিষ্ট গায়ক ঃ শিবাজী চট্টোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়। সৌজন্যে- **ICORE**

১৯ই ডিসেম্বর, ২০১২ বুধবার ঃ

বিকাল ৩ টায় ঃ আলোচনা সভা (বর্তমান সমাজে কর্মযোগের প্রয়োজনীয়তা)।
সভাপতি ঃ মাননীয় শ্রী সত্যনারায়ণ সাউ
(টিচার ইন্ চার্জ, বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়)।
মাননীয় ডাঃ চন্দন কুমার মাইতি, (প্রধান শিক্ষক, বাজকুল বলাইচন্দ্র বিদ্যাপীঠ)।
প্রধান অতিথি ঃ শ্রীমৎ স্বামী ধর্মেশ্বরানন্দজী মহারাজ *(নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন)।*
সন্ধ্যা ৬টায় ঃ জীবনানন্দ দাসের কবিতা (দশম শ্রেণীর উর্দ্ধে)
সন্ধ্যা ৭ টায় ঃ রবীন্দ্রনৃত্য (৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত)
সন্ধ্যা ৮ টায় ঃ জি. বাংলা সা রে গা মা পা শিল্পীদের দ্বারা বিচিত্রানুষ্ঠান।
আসছেন ঃ নির্ঝর, চাঁদনী, সুরজিৎ, গীতশ্রী, মীরাক্কেল খ্যাত ঘোষক।

২০শে ডিসেম্বর, ২০১২ বৃহস্পতিবার ঃ

বিকাল ৪ টায় ঃ আধুনিক গান (৬ষ্ঠ-৯ম শ্রেণী পর্যন্ত)
বিকাল ৫.৩০ মিঃ ঃ ধ্রুপদী নৃত্য (পাল বা গান) (৯ম শ্রেণীর উর্দ্ধে)
রাত্রি ৮ টায় ঃ আসাম ও ডুয়ার্স খ্যাত সেম্ফলেস মিউজিক্যাল গ্রুপ ডুয়ার্স।
আসছেন **F.M.-98.3** ও সা, রে, গা, খ্যাত শিল্পীবৃন্দ।

২১শে ডিসেম্বর, ২০১২ শুক্রবার ঃ

সকাল ৯ টায় ঃ ডায়াবেটিস ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির । ডাঃ পি, কে, সিং
বিকাল ৪টায় ঃ বিতর্ক (সর্বসাধারণ)
বিষয় ঃ সন্ত্রাসবাদের জন্য মূলত রাষ্ট্রই দায়ী
বিকাল ৪.৩০মিঃ ঃ তাৎক্ষণিক বক্তৃতা (সর্বসাধারণ)
বিকাল ৫ টায় ঃ লোক সঙ্গীত রূপসজ্জাসহ উপস্থাপন, (দশম শ্রেণী ও তৎউর্দ্ধে)
সন্ধ্যা ৬টায় ঃ রবীন্দ্র কবিতা রূপসজ্জাসহ উপস্থাপনা।
বিষয়- (কর্ণ কুন্তী সংবাদ, গান্ধারীর আবেদন, বিসর্জন)।
রাত্রি ৮ টায় ঃ কলিকাতা ব্যালে কয়ার—এর অনুষ্ঠান।
পরিঃ- ঋতম্ভরী ব্যালে কয়ার (শিরোমনি জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত)।

২২শে ডিসেম্বর, ২০১২ শনিবার ঃ

বিকাল ৪ টায় ঃ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান
দুঃস্থদের বস্ত্র ও দুঃস্থ ছাত্র ছাত্রীদের খাতা বিতরণ ।
উপস্থিত থাকবেন ঃ মাননীয় শ্রী শুভেন্দু অধিকারী, সাংসদ।
মাননীয় শ্রী সৌমেন মহাপাত্র, জল সম্পদ উন্নয়ন, পঃ বঃ।
মাননীয় ডাঃ অনিন্দ্য কিশোর ভৌমিক, প্রাক্তন অধ্যক্ষ,
বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়।

মাননীয় শ্রী রণজিৎ মণ্ডল, বিধায়ক।
মাননীয় শ্রী সৌমেন্দু অধিকারী, পৌরপিতা, কাঁথি।
মাননীয় শ্রী গান্ধী হাজরা, সভাধিপতি, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ।
মাননীয় শ্রী কার্ত্তিক ব্যানার্জী, সভাপতি, বিবেক।
মাননীয় শ্রী রাজা মজুমদার, সমাজসেবী।
মাননীয় ডাঃ দেবাশীষ সামন্ত, বিশিষ্ট সমাসেবী।
মাননীয় সামীম আখতার, ভিভা
মাননীয় শ্রী সমরেশ দাস, বিধায়ক।
মাননীয় শ্রী স্বপন কুমার দাস, প্রধান গড়বাড়ী-১নং অঞ্চল।

সন্ধ্যা ৭ টায় ঃ স্বামী বিবেকানন্দের মূর্ত্তি উন্মোচন করবেন—
মাননীয় শ্রী শুভেন্দু অধিকারী, সাংসদ তমলুক লোকসভা।

রাত্রি ৮ টায় ঃ বিচিত্রানুষ্ঠান (কলিকাতা শিল্পীদের দ্বারা)
উপস্থিত থাকবেন -টাপুর টুপুর সিরিয়াল খ্যাত -পায়েল ও রাতুল মাষ্টার।

২৩শে ডিসেম্বর, ২০১২ রবিবার ঃ

রাত্রি ৮ টায় ঃ কলকাতা ও মুম্বাই এর প্রখ্যাত শিল্পীদের দ্বারা অনুষ্ঠান।
সৌজন্যে-**"ভিভা"**।

"টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশে ও হয় না, বিদ্যায় ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়— চরিত্রই বাধাবিঘ্নের বজ্র দৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে পারে"

■ স্বামী বিবেকানন্দ

সভাপতির কলমে—

মেলার আকর্ষণ আমরা চিরকাল অনুভব করি। আজও আমরা মেলা-পাগল। 'মেলা' কথাটির মধ্যে আছে মিলনের ইঙ্গিত। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে আমরা গিয়ে এক জায়গায় মিলিত হই। তবে গড়ে ওঠে মেলা। লক্ষ্য হল পরস্পরের মধ্যে মিলেমিশে কিছু দেওয়া-নেওয়া। এ যেন অনেকটা রথ দেখা ও কলা বেচার মতন। মেলা লোক সংস্কৃতির এক বিশেষ ধমনী। এই ধমনীতে জীবনের স্পন্দন। এরই মধ্যে বাঙালী খুজে পেয়েছে নিজেকে।

মেলা তো নিছক আনন্দ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র নয়। এর সঙ্গে যুক্ত আছে দীর্ঘকালের ধর্মসাধনা। আছে তার জীবন-লীলার নানা তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত। এরই মধ্যে আছে তার অর্থনৈতিক নিশ্চয়তার আশ্বাস। আছে জীবন বিকাশের আকৃতি। আছে সৃজনশীল মনের ব্যাপ্তি। আধুনিককালে মানুষের প্রয়োজনেই বাণিজ্য মেলা, শিল্প মেলা, বস্ত্র মেলা ও বই মেলার পাশাপাশি বাজকুল মহাবিদ্যালয়ের মাঠে বসেছে "মিলন মেলা" মিলন মেলা পা রেখেছে দু'ই বছরে, যদিও সৃষ্টি লগ্নে ঐ নামে পরিচিত ছিল না।—মিলন মেলার রূপে-রঙে-রসে হয়ে উঠেছে মোহিনী আকর্ষক।

আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা, সহানুভূতি ও হার্দিক ভালোবাসায় মেলার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

শ্রী অর্দ্ধেন্দু মাইতি
সভাপতি
বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম

সম্পাদকের কলমে—

মানব জীবনে উৎসবের তাৎপর্য গভীর ও ব্যাপক। উৎসবের মধ্যে প্রকাশ পায় এক সামাজিক চেতনার আনন্দমুখর অভিব্যক্তি। উৎসবের মধ্যেই আমরা সর্বজয়ী মানবশক্তি উপলব্ধি করি। আমি প্রথমেই জানাই মিলন মেলা ও প্রদর্শনীর প্রীতিও শুভেচ্ছা। গত বছরের মতো এবারেও আমরা মিলন মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করেছি।

মিলন মেলা ও প্রদর্শনী প্রাঙ্গণ আজ সম্পূর্ণ অন্যরূপ ধারণ করেছে। এর পিছনে অসংখ্যা জনসাধারণের অবদান রয়েছে। কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করি।

সবশেষে মিলন মেলা ও প্রদর্শনীর অগণিত দর্শক, শ্রোতা, কর্মী, শিল্পী, উৎসাহদাতা, সাহায্যকারীকে জানাই অভিনন্দন। এই মেলা সবার উপস্থিতিতে মহামিলনোৎসবে পরিণত হোক কামনা করি।

শ্রী রবীন চন্দ্র মণ্ডল
সম্পাদক
বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম

পত্রিকা সম্পাদকের কলমে—

"মিলনের মধ্যে যে সত্য তাহা কেবল বিজ্ঞান নহে, তাহা আনন্দ, তাহা রস-স্বরূপ, তাহা প্রেম। তাহা আংশিক নহে, তাহা সমগ্র, কারণ তাহা কেবল বুদ্ধিকে নহে, তাহা হৃদয়কেও পূর্ণ করে।"

■ *রবীন্দ্রনাথ*

হেমন্তের শৈত্যের শুভ্র বাতাসে দারিদ্র্যের টানা পোড়নের মধ্য দিয়ে মনের দুঃখ, কালিমা ঘুচিয়ে, মনে জাগে মিলনের স্বাদ। মেলার মধ্যেই মিলনের চিরন্তন প্রতিচ্ছবি। মিলনের মধ্যে সত্যের প্রকাশ। প্রাত্যহিকতার তুচ্ছতা থেকে সে দিল মানুষের মুক্তি। মিলনের প্রাঙ্গণে এসে মানুষ নিজেকে দেখতে পায়। উপলব্ধি করে এক শাশ্বত সত্যকে। মানুষে মানুষে সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হয়। মেলার প্রকৃত উদ্দেশ্য পারস্পরিক মিলন। মিলনানন্দ মেলাতে থাকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের অবাধ প্রবেশাধিকার। পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ হয়, শুভেচ্ছা বিনিময় হয়, আলাপ পরিচয় চলে, চলে ভাবের আদান-প্রদান। বাংলার লোকসংস্কৃতির সঙ্গে মেলার সম্পর্ক তাই অচ্ছেদ্য। গ্রাম-বাংলার উদার, নিসর্গ-পটভূমিকায় এই যে মিলনের মেলা এ-তো শুধু মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনই নয়, নয় শিল্পের সঙ্গে জীবনের মিলন, এ হলো অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে বর্তমানের রাখীবন্ধন।

বিগত বছরের ন্যায় আগামী ১৬ই ডিসেম্বর, হইতে ২৩শে ডিসেম্বর,২০১২বাজকুল কলেজ মাঠে ঐতিহ্যমণ্ডিত মিলন মেলার শুভারম্ভ। উক্ত অনুষ্ঠানের আনন্দমুখর দিনগুলিতে আপনার/আপনাদের সবান্ধব উপস্থিতি ও মধুময় সাহচর্যে আমাদের মিলন মেলা অনুষ্ঠান সার্থক ও ধন্য হউক—এই শুভ কামনা করে সম্পাদকীয় কলমের ইতি টানছি।

বিনীত,

স্বরাজ কুমার করণ

পত্রিকা সম্পাদক

মিলন মেলা

"সংস্কৃতি জীবনের সঙ্গে জড়িত। সেই জন্য এর চরম রূপ কোনও এক সময়ে চিরকালের জন্য বলে দেওয়া যেতে পারে না। জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা আর সংস্কৃতিও গতিশীল ব্যাপার।"

● সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

মেলার ডাক

■ ডাঃ দেবাশিস সামন্ত

রক্তের স্বাদে বাঘেরা
আসে.....
অনেক ইতিহাসের
পাতায় মানুষের রক্তে.....স্নান করে
কখন ও যুদ্ধ, কখনও
দানবতা.....।
তবু আবার মানুষ বাঁচে
আশায়....., সম্ভবনায়।
রাত দিন, শুধু নীরব
অন্ধকার বয়ে বেড়ানো
কষ্ট....ধর্মের নামে,
কখনো ও জাতের নামে.....
একই সৃষ্টি ভাগ করে
দেয়.... বারে বারে
খন্ডিত সংসারে
লোলুপ-বাঘেরা শিকারের
আগে হুংকার দেয় আনন্দে।
সবুজ জঙ্গলে ছেড়ে
শিল্পায়নের নামে
অসহায় মৃত্তিকা.....
একজনের স্বার্থে
তবুও তো বাঁচি
আবার জড়িয়ে ধরি
বাঁচার বর্বায়.....
শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে
....মিলনের আনন্দ মেলায়।
ডাক দেয় ঐ মেলা!!

—:::—

ভিক্ষুক

■ সুচন্দ্রা চক্রবর্তী, নবম শ্রেণি

ও কে? প্রতিদিন সন্ধ্যায় ফুটপাতে ফেরে—
জানো না? ও যে ভিক্ষুক ভিক্ষা-বৃত্তি করে।
সম্বল নেই কিছু, একটি ভিক্ষার ঝুলি,
'একটা টাকা দাও গো বাবু', এই হল তার বুলি।
সকাল থেকে ঝুলি নিয়ে ঘোরে দ্বারে দ্বারে,
কেউ দেয় ভিক্ষা, কেউ বা আবার মারে।
ভগবান, তোমার একি নিষ্ঠুর বিচার!
তবুও যাবেনা থেমে ভিক্ষাবৃত্তি তার।
ঘরবাড়ি নেই কিছু , আছে ফুটপাত।
ঘুরে ঘুরে কাটে দিন, ফুটপাতে কাটে রাত।
অসহ্য ঠাণ্ডায় জোটে না একটা কাঁথা
সমাজ কি নিষ্ঠুর, বোঝে নাকো তার ব্যথা!
উৎসব, অনুষ্ঠান কিই বা আসে যায়
পেট ভরে হয় না আহার, খায় ভিক্ষায় যা পায়।।

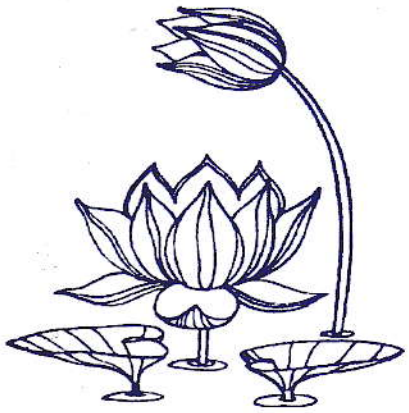

অতিথি

■ রাহুল বল, নবম শ্রেণি

হে প্রিয় বন্ধুবর, আমি এসেছি,
অন্বেষিয়া তব দ্বারে আজি, সুদূরের অতিথি।
এসেছি ঔ নীহারিকা প্রান্ত হতে,
নিজেরে পরিপূর্ণ করে ভরিবার হেতু, তব সাথে।
এই অভাজন জানে নাই কিছু,
সরায়ে রেখো না এই মূক অজ্ঞানেরে,
নিজ ভাই সম স্থান করে নিও নিজ অন্তরে।
ঠাঁই দিও এক কোণে, করিব না ওজোর,
ওগো জ্ঞানাঞ্জন, জ্ঞানভরি দিও অন্তরে মোর।
সাথী করে নিও মোরে, করিও না অবহেলা,
মুখ ফিরায়ে রেখো না, পাইব যে প্রাণে ব্যথা।

03220 -274 574

অ্যাপারেল

পুরুষ ও মহিলাদের
অত্যাধুনিক অভিজাত রুচিসম্মত
পোষাকের বিপুল
সম্ভার নিয়ে আমন্ত্রণ
জানায়।

বাজকুল Ph.274 774

রেল গেটের কাছে হিরো শো-রুমের দ্বিতলে

শীততাপ নিয়ন্ত্রিত শো-রুম

তেঠিবাড়ী, বাজকুল, পূর্ব মেদিনীপুর

কাজলাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত

ভগবানপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতি
পোঃ- কাজলাগড় ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর

হারি জিতি নাহি লাজ

মানুষের জন্য করতে চাই কাজ।— ইন্দিরা আবাস যোজনা, সহায় প্রকল্প, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প, জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচীর অন্তর্গত ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য জনিত অবসর ভাতা প্রকল্প, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্প,জননী সুরক্ষা যোজনা প্রকল্পের সাথে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, অন্নপূর্ণা যোজনা, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, সকলের জন্য শিক্ষা, সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচী রূপায়ণে আমরা ব্যস্ত ও ব্রতী। সবারে করি আহ্বান—

চিত্তরঞ্জন মাইতি — উপপ্রধান

অনিতা চৌধুরী — গ্রাম প্রধান

সকল সদস্য-সদস্যা ও কর্মচারীবৃন্দ

কাজলাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত

পোঃ- কাজলাগড় ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর

BIBHISHANPUR GRAM PANCHAYAT

P.O.-Bibhishanpur :: P.S.-Bhagwanpur
Dist.-Purba Medinipur :: W.B.

বিভীষণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে 'বাজকুল মিলন মেলা ও প্রদর্শনীর' সাফল্য কামনা করে সমগ্র এলাকাবাসীকে 'শ্রদ্ধা, প্রীতি-শুভেচ্ছা জানিয়ে— বিভীষণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে উন্নয়নের সাফল্য ও উন্নয়নের ইতিবৃত্ত নিবেদন করছি।

MGNREGS, 13th F.C., 3rd SFC, BRGF কাজের দ্বারা এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন। I.S.G.P. স্কীমে বিশ্ব ব্যাঙ্কের টাকায় পাঁচ বৎসরের গ্রাম পঞ্চায়েতকে শক্তিশালী ও শক্ত করার উদ্দেশ্যে এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ও পিছিয়ে সমস্ত স্তরের মানুষের উন্নতিসাধনই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

এলাকার আর্থিক পিছিয়ে নারীপুরুষ-এর আর্থিক উন্নতির জন্য IGNOAPS বিধবা ভাতা, অক্ষম ভাতা সহ অন্যান্য ভাতা প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক উন্নতি।

এলাকার দীন, সহায় সম্বলহীন ব্যক্তিদের দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা করা।

প্রতিটী P_2=2 পরিবারে IAY এর মাধ্যমে গৃহনির্মাণ ও পুনঃবাসন, আমার ঠিকানা ও ভূমি P_2=2 পরিবারকে ভূমিদানের মাধ্যমে ভূমিক্রয় করে গৃহনির্মাণের ব্যবস্থাই আমাদের সাধনা।

সমস্ত পরিবারে বিদ্যুৎ প্রদান, কুটীর শিল্প, পশুপালন ও নানা রকম ব্যবসার মাধ্যমে ২০৬টি SHG দলের মহিলাদের উন্নয়ন।

সমগ্র এলাকায় সামাজিক বন সৃজন ও গ্রাম পঞ্চায়েতটী নির্মল পঞ্চায়েতের সম্মান অটুট রাখার জন্য গ্রাম উন্নয়ন কমিটী দ্বারা পরিচর্যা ও তরল ও কঠিন বর্জ্য প্রদার্থ ও সংরক্ষণ করে পঞ্চায়েতের দূষণ মুক্ত রাখার ব্যবস্থা।

বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণের দ্বারা সর্বস্তরে চাকুরীর সংস্থান সহ আর্থিক উপার্জনের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছি।

গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শিক্ষার ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ২৯টি ICDS ৪টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, ১৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি উচ্চ প্রাথমিক, ৩টি মাধ্যমিক ও ১টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৪টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দ্বারা, ১৪জন CHG, ২০ জন আশাকর্মী। ১৫ জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্তধাত্রী, ৩০ জন প্রেরক ও সহ-প্রেরক ও সমগ্র নির্বাচিত সদস্য ত্রিস্তর পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েতের কর্মচারী, শিক্ষক, সরকারী কর্মচারীসহ সমগ্র পঞ্চায়েত এলাকার সমস্ত রাজনৈতিক নেতৃত্ব সমগ্র পঞ্চায়েতবাসীর সাহায্য সহযোগিতায় পঞ্চায়েতের সকলের সার্বিক উন্নতি আমাদের লক্ষ্য সেবা উদ্দেশ্যে প্রার্থনা।

আয়োজক প্রতিষ্ঠানে সাফল্য ও দীর্ঘ উন্নতি কামনা করে সর্ব্বস্তরের ব্যক্তিদের প্রণাম, প্রীতি, সেলাম জানিয়ে শেষ করছি।

কণিকা কর
উপ-প্রধান
বিভীষণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

অসিত কুমার মণ্ডল
প্রধান
বিভীষণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

সমর রায়
নির্বাহী সহায়ক
বিভীষণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

তরুণ সাউ
সচিব
বিভীষণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

যুব কল্যাণ বিভাগ পরিচালিত

যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

বাজকুল

বাজকুল রেল লাইনের দিকে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের উপরে

Ph. No. 03220-274 835 // 9434453224

সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকার পরিচালিত একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

IT, FA, DTP, HARDWARE, INTERNET, MULTIMEDIA প্রভৃতির
CERTIFICATE ও DIPLOMA কোর্সে ভর্তি চলিতেছে।

কোর্স শেষে পুরোপুরি রাজ্য সরকার প্রদত্ত Certificate কেমলমাত্র এই সেন্টার থেকে পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার লিখলেই সরকারী হওয়া যায় না।

Certificate -সরকারী আধিকারিক দ্বারা স্বাক্ষরিত কিনা দেখে নিন।

মরীচিকা

■ শ্রী সহস্রাংশু দাস, *শিক্ষক,*
বাজকুল বলাই চন্দ্র বিদ্যাপীঠ

এলার্ম ঘড়িটা কিডিং করে বেজে উঠল। সূর্যবাবু ঘুম ঘুম চোখে তাকিয়ে দেখলেন ঠিক চারটা বাজে। ব্যস্ততার সঙ্গে হাত মুখ ধুয়ে কি যেন লিখতে বসলেন। বাড়ীর অন্যান্যরা নীরবে নিদ্রাচ্ছন্ন। ঘন্টা খানেক পরে স্ত্রী সৌমীকে বলল "তুমি কপিটা একবার দেখে নাও, আর হ্যাঁ-মাকে বলো তৈরি থাকতে, আমি ঠিক এগারোটায় বাসায় ফিরবো। আজ ৫ই সেপ্টেম্বর এই শিক্ষক দিবসে ঠিক কলেজ হবে না।" তবে তোমার এত ব্যস্ততা কেন? প্রশ্ন করল সৌমী। আ-হা ব্যস্ততা নয়, টিউশান পড়িয়ে বাসায় না ফিরে সোজা অধ্যক্ষ মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমার মনের কথাটা বলবো। স্যারকে আমি আগেই বলেছি চার মাসের সাম্মানিক অগ্রিম দিতে হবে। স্যার অবশ্য বলেছেন আংশিক সময়ের অধ্যাপকদের চার মাসের সাম্মানিক একসঙ্গে অগ্রিম দেওয়া যায় না। তবে আমার মায়ের অসুখ, ছেলের চোখের সমস্যা—সবই তিনি জানেন। তাই বলেছেন সময় বুঝে সাক্ষাৎ করতে। আজ এই পবিত্র দিনে একজন শিক্ষক যদি অপর একজন শিক্ষক-এর কাছে কিছু দাবি রাখেন তা কি তিনি ফিরিয়ে দিতে পারবেন? স্ত্রী সৌমী মৃদুস্বরে বলল তাহলে আজ মায়ের গল-ব্লাডার অপারেশনটা হবে। আর পারলে ছেলের চোখের পরীক্ষাটা একবার করে নাও। একমাত্র ছেলে সারা জীবন অন্ধ হয়ে যে বসে থাকবে। সবই বুঝি সৌমী; কিন্তু কলেজ থেকে পাই হাজার তিনেক, টিউশান করে হাজার দুয়েক, আজকের বাজারে এই টাকায় কি সংসার, অসুখ-বিসুখ নিয়ে চলে। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সূর্যবাবু বাড়ী থেকে বেরিয়ে চললেন টিউশান পড়াতে। টিউশান পড়িয়ে মনের ভাবনা মতো সোজা অধ্যক্ষ মহাশয়ের চেম্বারের সামনে। এদিক ওদিক কেউ নেই। তাছাড়া পুরো কলেজটা ফাঁকা বললেই হয়। অধ্যক্ষ একা বলে কি যেন লিখছেন। সূর্যবাবু ভাবলেন এই তো সুবর্ণ সুযোগ— স্যারকে সব কথা বলবার। সাম্মানিকটা একটু বাড়িয়ে দিতে হবে, আর কিছু অগ্রিম পেলে মায়ের অপারেশনটা করিয়ে নেবো। মনে মনে আরো ভাবলেন ছেলের চোখটা ভালো করতে না পারলে সারাটা জীবন ওকে বইতে হবে। আরো অনেক কিছু চিন্তা করছেন সূর্যবাবু। এমন সময় ভিতর থেকে অধ্যক্ষ মহাশয়ের গলা— "সূর্যবাবু আসুন, আমি আপনাকে খোঁজ করছিলাম।" সূর্যবাবু মনে মনে ভাবলেন এ তো মেঘ না চাইতেই জল। কোথায় আমি ভেতরে যাওয়ার অনুমতি চাইবো; কিন্তু তার আগেই স্যার আমাকে ভেতরে আসতে বললেন। মনে মনে ভগবানের নাম নিয়ে ভিতরে গিয়ে অধ্যক্ষ মহাশয়কে বিনম্র চিত্তে প্রণাম করে সামনের চেয়ারে বসলেন। হালকা হাসির মেজাজে গলাটা মৃদুস্বরে ঝাঁকড়ে নিয়ে 'স্যার.....'। হ্যাঁ বলছি। যে কারণে আপনাকে খোঁজছিলাম, আপনার আচরণে শুধু কলেজ কর্তৃপক্ষ নয়, ছাত্র-ছাত্রীরাও মুগ্ধ। এই টুকু শোনার পর সূর্যবাবু আনন্দে-আবেগে আপ্লুত। নিজের কথাটা বলবার জন্য

ইতস্ততঃ। কিন্তু অধ্যক্ষ মহাশয়ের কথার মাঝখানে কথা বলার ধৃষ্টতা সূর্যবাবু শেখেন নি। অধ্যক্ষ মহাশয়ের পরবর্তী কথাটা.... গতকাল এই রাঙামাটি মহাবিদ্যালয়ে আপনার বিষয়ে নতুন অধ্যাপক জয়েন করছেন। তাই আপনাকে আর রাখতে পারছি না। সেপ্টেম্বরের পুরো বেতনটা বড়বাবুর কাছ থেকে নিয়ে যাবেন। এই আপনার চিঠি। দুঃখিত।

মুহূর্তে সূর্যবাবু মাথায় সূর্য ভেঙে পড়ল। চিঠি ধরবার শক্তি হারিয়ে ফেললেন তিনি। মাথাটা পৃথিবীর মতো ঘুরতে লাগল। ভাবনাটা জেগে উঠল বৃদ্ধা মা অপারেশনের জন্য তৈরী, ছেলে তৈরি চোখ দেখানোর জন্য। বাড়ীওয়ালা সন্ধ্যা পাওনা নিতে আসবেন। মুদির দোকানে দেখা না করলে নয়, ঔষধ দোকানদার তো শেষ কথা বলেই দিয়েছে, আরো অনেক ভাবনা। সূর্যবাবু সামনে দেখতে পেলেন ধূলা, ধোঁয়া, আর সারাটা বিশ্ব যেন মরীচিকা।

"যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনই ভগবত্ত্বের আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়"

■ শ্রীশ্রী মা সারদা

এই মিলন মেলার শুভ কামনায়

কাখুরিয়াবাড়ী কিশলয় সংঘ

(গ্রাম বাংলার একটি উজ্জ্বলতম স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান)

স্থাপিত-১৯৭২

রেজিঃ নং-S/1L/56308

পোঃ-কিসমত বাজকুল ● জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর

সার্ধশতবর্ষের আলোকে -যুগ প্রবর্তক স্বামীজী

● **অধ্যাপক গোবিন্দ প্রসাদ কর,** *রাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়।*

ভারত আত্মার মূর্ত প্রতীক, হিন্দুধর্মের পুর্নজাগরণের পথিকৃৎ, যুগনায়ক ও যুগ প্রবর্তক স্বামীজী ছিলেন বৃহত্তর যুগধর্মের ও সকালীন আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের এক অভূতপূর্ব অনন্য ব্যক্তিত্ব। স্বামীজী ভারতমাতাকে ও দেশবাসীকে এক দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন তাঁর বিশ্বপ্রেম ও ভারতপ্রেম দ্বারা। তাঁর সংস্কার আন্দোলনের ও যুগ প্রবর্তকের ভূমিকা স্বরূপ সম্পর্কে বলা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলনের দুটি ধারা ছিল—একটি নবজাগরণের আদর্শে অনুপ্রাণিত ও অপরটি হিন্দু পুর্ণজাগরণের। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মত সমাজ সংস্কারকেরা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে হিন্দুসমাজের দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা কিছু অন্যায় বিধি-বিধান বা আচার-ব্যবহারের সংস্কারের বা অবসানের দাবিতে আন্দোলন করেন। কিন্তু হিন্দু পুর্নজাগরণের কাণ্ডারী রূপে তিনি ঐ সমাজ সংস্কার আন্দোলনগুলির মধ্যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে, তিনি ব্যক্তিগত ভাবে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মত সমাজ সংস্কারকদের প্রতি গভীর ভাবে শ্রদ্ধাশীল-তাঁদের মানবপ্রেম, যুক্তিবোধ ও প্রগতিশীল মানসিকতা তাঁকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। কিন্তু তাঁদের আন্দোলনগুলি ছিল তাঁর কাছে আংশিক চরিত্রের। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো বিশেষ বিশেষ কিছু সমস্যাকে সমাধান করা, সামগ্রিক সমাজের সমস্যার সমাধান নয়। তাঁর ভাষায়—"In indian religious life from the center, the key-note of the whole music of national life".

স্বামীজী একটি দারুন সংকটময় মুহূর্তে হিন্দু ধর্মের পুর্ণজাগরণে বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করেছিলেন যে সময় হিন্দু ধর্মের প্রতি মানুষের বিভিন্ন সংকট পূর্ণ প্রতিক্রিয়া, খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, খ্রীষ্টধর্মে মিশনারীদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে এই যুগসন্ধিক্ষণে তিনি প্রচার করলেন যে, সর্বভারতীয় জাগরণ তখনই সম্ভব হয়, যখন সমগ্র দেশের সাধারণ স্বার্থ বা সাধারণ ভাবনুভূতি তার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। স্বামীজী সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপক চেতনা সৃষ্টি করে সেই কাজ করেছিলেন। ঐ সময় বহুধর্মের দেশহলেও ভারতবর্ষে হিন্দুরা শতকরা পঁচাশি ভাগেরও বেশী। সমকালে অনেক সময়েই হিন্দু ও ভারতীয় একার্থক হয়ে গিয়েছিল। সংখ্যালঘুদের মধ্যে গরিষ্ঠ সম্প্রদায় মুসলমানেরা ঐকালে শিক্ষাদীক্ষায় অনগ্রসর থাকায় প্রায় কোন প্রকার সামাজিক বা রাজনৈতিক আন্দোলনে এগিয়ে আসেনি। কিন্তু একথাও ঠিক যে, স্বামীজী তাঁর বাণীর দ্বারা যে-আগুন জ্বেলেছিলেন, তাতে ইন্ধন দিয়েছিলেন বেশ কয়েকজন বিশিষ্ঠ ব্যক্তি। এবিষয়ে উল্লেখ্য মাক্সমূলারের ভারত বিষয়ক গবেষণা এবং বেদান্ত সম্পর্কে সমুচ্চ শ্রদ্ধা নিবেদন, অ্যানিবেশান্তের হিন্দুধর্ম গ্রহণ এবং ভারত ব্যাপী প্রচার প্রচণ্ড প্রেরণার কারন হয়েছিল সন্দেহ নেই। জ্ঞান ও কর্মে কয়েকজন ভারতীয়ের আশ্চর্যজনক কৃতিত্ব ও ভারতীয় প্রতিভার বহুমুখীতা এবং বিজয়শক্তি সমন্ধে জনসাধারণের মধ্যে আশা ও বিশ্বাসের সৃষ্টি করেছিলেন। বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র বসুর কৃতিত্ব

বিশেষ উদ্দীপনার কারন হয়। প্রিন্স রণজিৎ সিংহী, কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস, পরাঞ্জপে অতুল চট্টোপাধ্যায় ও আরো অনেকের নিজস্ব ক্ষেত্রে সাফল্য সংবাদ জনচিত্তে শিহরণ এনেছিল, জামসেদজী টাটার ভারতীয় বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব ও তাই। বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মকে আর স্বরূপে আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করে কিভাবে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করেছিলেন, তা অতি সংহত অর্থগর্ভ কয়েকটি বাক্যে প্রকাশ করেছেন চক্রবর্তী রাজা গোপাল আচারী। চক্রবর্তীবাবুর মতে "যীশুর মরনোত্তর পুনরুত্থানের মতো হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান"-বিবেকানন্দের দ্বারা। তিনি আরোও বলেছেন, "বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মকে বাঁচিয়েছেন। তার দ্বারা রক্ষা করেছেন ভারতবর্ষকে। তিনি না এলে আমরা জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলতাম, ফলে স্বাধীনতা ও পেতাম না"।

যুগ প্রবর্তক ভূমিকায় স্বামী বিবেকানন্দের মুল্যায়ন করলে বলা যায় যে, তাঁর অনুপ্রেরণায় ছিল বিভিন্ন সমাজ সংস্কারক, দেশপ্রেমিক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, দার্শনিক এবং বিশেষ করে গান্ধীজীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। তাই গান্ধীজীর 'হরিজনের' ধারণা পড়ে আমাদের মনে আসে বিবেকানন্দের মুখে বারবার উচ্চারিত 'দরিদ্র নারায়ণ' শব্দটি। গান্ধীজীর 'সাফাই' 'অভিযান' দেখে তুলনায় আসে স্বামীজী নির্দেশিত মঠ মিশনের সুচিতা ও পরিচ্ছন্নতার কথা। গান্ধীজীর সেবামূলক সমাজ দর্শন দেখে মনে হয়-স্বামীজী নির্দেশিত মানব সেবার রূপরেখা। গান্ধীজীর 'ট্রাস্টীশিপের' ভাবনাতে ও যেন প্রচ্ছন্নে স্বামীজীর ভাবনা বিশেষত্ত যখন তিনি স্বাধীনতার লক্ষ্যে সাধারণ মানুষের স্বার্থে উদ্বুদ্ধ করতে চান ভারতের রাজা ও রাজন্যবর্গকে।

গান্ধীজী ছাড়াও আর যে রাজনীতিক ব্যক্তিত্বকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন স্বামীজী, তিনি হলেন অনন্য দেশনায়ক, জয়তু নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁর ত্যাগব্রত, সহনশীলতা এবং সংঘের আদর্শের মধ্যে নেতাজী খুঁজে পেয়েছিলেন স্বাধীনোত্তর ক্ষত বিক্ষত ভারতবর্ষকে গড়ে তোলবার বীজ আর নতুন এক ভারতবর্ষের স্বপ্ন। নবযুগের সন্ন্যাসীদের সংঘবদ্ধ সন্ন্যাসধর্মের আদর্শ বোঝাতে স্বামীজী বলেন-

ক) মৃত্যুকে ভালবেসে আত্মবিসর্জন প্রস্তুত থাকা।

খ) শ্রেয় পথে থেকে মানুষকে মুক্তিলাভে সাহায্য করা।

গ) গুহাবাসী ধ্যান নির্ভরজীবন ও দেহত্যাগের পথ অনুসরণ থেকে বিরত থাকা।

ঘ) গভীর ভাবপরায়নতার সঙ্গে প্রবল কর্মশীলতার সমন্বয় ঘটানো।

ঙ) কোমলে কঠোরে মিশিয়ে এমন সব মানুষ গড়ে তোলা, যাঁর স্বাধীনতা প্রিয়, বিনীত আজ্ঞাবহ এবং অশ্রুবিসর্জনেও দৃঢ়।

চ) আর গণ্ডীবদ্ধ সংকীর্ণ সম্প্রদায় গঠনের বিরত থাকবার জন্য হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, অবাধ্যতা থেকে সরে আসে।

স্বামীজী জনমানসে নিজের মননচিন্তের দিকগুলো জানালেন, "নানা দেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে সংঘ শুধুমাত্র আত্মচর্চার জন্য নয়। সন্ন্যাস ধর্মের আদর্শ সেবাকে গিরিগুহা বা অরণ্যে আবদ্ধ না

রেখে তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে ভজনালয়ে, বিচারালয়ে দরিদ্রের কুটিরে, মৎসজীবির গৃহে এবং ছাত্রের অধ্যয়ন কক্ষে। ফলে স্বামীজী প্রচারিত সন্ন্যাস ও সংঘধর্মে যুক্ত হল সামাজিক পটভূমি, রাষ্ট্রচিন্তা ভারতীয় পদ্ধতির বিচারে যাকে বলতে পারি -বিচার বিশ্লেষণ, স্থান-কাল-পাত্রের জ্ঞান এবং বোধ বুদ্ধির সমাহার। স্বামীজী ভারতের চিরন্তন আধ্যাত্ম পথিক। ভারতের ধারায় ত্যাগব্রতী সন্নাসী অথচ তাঁর ধারণা ভাবনা ছিল প্রগতিশীল। একদিকে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করে রূপ দিলেন এক নবীন সন্ন্যাসী সংঘের। সে সংঘের মূলকথা নিজের মুক্তি ও জগতের হিতসাধনা। ওই যুগবার্তাকে ঘোষণা করে বললেন, এভাবে একটা নতুন পথ করে দিয়ে গেলুম। এতদিন লোকে জানত, ধ্যান, জপ, বিচার প্রভৃতির দ্বারা মুক্তি হয়। এবার এখানকার ছেলে মেয়েরা তাঁর কাজ করে জীব মুক্তি হয়ে যাবে। তাঁর কাজ মানে শ্রীরামকৃষ্ণের কাজ, যে কাজের আর একটি নাম 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা', কোনো কিছুর প্রত্যাশা না রেখে মানুষের কথা ভাব, পরহিতায় কল্যাণচিন্তা ও কল্যাণ কর্ম।

তথ্য সূত্র ঃ

১) যুগনায়ক বিবেকানন্দ -স্বামী গম্ভীরানন্দ (১ম, ৩য় খণ্ড)

২) বিবেকানন্দ ও সমাকালীন ভারতবর্ষ- শঙ্করী প্রসাদ বসু (১-৬ খণ্ড)

৩) উপনিষদ্ ও আজকের মানুষ-স্বামী ভূতেশানন্দ

৪) ঈশ্বর এবং ধর্মকেন?-জয়দয়াল গোয়েঙ্কা

৫) স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি-ভগিনী নিবেদিতা

৬) জগতের ধর্মমত -রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার।

৭) অবিশ্বাস্য বিবেকানন্দ-শংকর।

"উঠিয়া দাঁড়াও এবং তোমাদের ভিতর যে দেবত্ব লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা প্রকাশ কর"।

■ **বিবেকানন্দ**

তবুও মানুষ

■ **বিনয় কুমার গিরি,** শিক্ষক,
সরপাই মডেল ইন্‌স্টিটিউশান।

স্রস্টার সৃষ্টিশালায় শ্রেষ্ঠ উপহার মানুষ, সৃষ্টিকালে বিধাতা মানুষকে দিয়েছেন যুক্তিবাদী জটিল মস্তিষ্ক। সেই বুদ্ধি-বৃত্তি প্রসূত মস্তিষ্কের ফলে মানুষ অরণ্য সংকুল পৃথিবীকে সুখের অমরাবতীতে পরিণত করেছে। মানুষের শাসনে ধরিত্রী জননী হল উঠেছে 'সুন্দর কুসমিত মনোহরা''। তাই চণ্ডীদাসের কথায়—''সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই''।

কিন্তু আজ সমাজে অকৃতজ্ঞ, আত্মসুখ-পরায়ন লোভী, স্বার্থান্বেষী, ঈষাক্লিষ্ট, আত্মকেন্দ্রিক ও কূপমন্ডুক মানুষের এত ভিড় বেড়েছে—যার ফলে সত্য, ন্যায়, আদর্শ, ভালোবাসা জীবন-বাগিচা থেকে ঝরে পড়েছে, দেখা যাচ্ছে অন্তঃসার শূন্য অসার চিত্তের প্রসার। প্রসঙ্গত মনে পড়ে বাস্তববাদী কবি জীবনানন্দের সেই কবিতা—

''অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা,
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই।
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া''।

সমাজের বুকে চলেছে যেন-তেন-প্রকারেন অপরকে বঞ্চিত করে সুখের ইমারত গড়ে তোলা। এখন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিটি অফিস-আদালতে চলেছে দুর্নীতি, উৎকোচ গ্রহণের রেষারেষি, মানবিক মূল্যবোধের অপমৃত্যু,—'রক্ষকই ভক্ষক' হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এখনো সমাজের বুকে রয়েছেন শুভিবুদ্ধি সম্পন্ন সহৃদয় মানুষ। যারা 'বহু হিতায়চ্ ও বহু সুখায়চ্' মতে বিশ্বাসী। এই সেদিন পত্রিকায় দেখলাম জনৈক মহিলা নদীর জলে তলিয়ে যাওয়া তিন জনের প্রাণ বাঁচিয়ে নিজেই প্রাণ দান করলেন। মানবতার দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করলেন ঐ মানবী, প্রসঙ্গত।

আমার মনে পড়ে স্কুল জীবনের সহপাঠী হারাধনের কথা, সে তখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ত, প্রত্যেক দিন টিফিনের সময় পয়সার অভাবে খেতে না পেয়ে দোকানের এক কোণে নিরাশ হয়ে দাঁড়াত। একদিন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জীবনকৃষ্ণদেব তাকে আদর করে কোলে টেনে নিয়ে পেট পুরে খাওয়ালেন। আনন্দে তার শরীর ও মন-প্রাণ চক্‌চক্ করতে লাগলো। হারাধনের বিবর্ণ মুখের ইতিহাস প্রধান শিক্ষক জানতে চাইলে, ছেলেটি বিনীত ভাবে উত্তরে বলল,—'বাবা নেই, মা পরের বাড়িতে কাজ করে, ভাইবোন নিয়ে খেতে প্রায় জন বারো, বাড়িতে অন্নাভাব। তাই স্কুলে প্রায় না খেতে পেয়ে আসি'। সহৃদয়বান জীবনকৃষ্ণবাবু তা শুনে হারাধনের টিফিনে খাওয়ার সুব্যবস্থা করলেন এবং তার পড়াশোনার যাবতীয় খরচ স্বউপার্জিত অর্থ থেকে প্রদান করলেন। সেদিন সেই প্রধান শিক্ষকই তার জীবন দেবতা। সারা পৃথিবীর বুকে এখনও রয়েছেন পরহিতকারী মানুষ-যারা 'নাল্পে সুখমস্তি ভূমাই সুখম'—এই আপ্তবাক্যে প্রগাঢ় প্রত্যয়ী। তাইতো রবীন্দ্রনাথের শাশ্বত বাণী আজও প্রযোজ্য—

''মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।''

মিলন মেলা ও প্রদর্শনী

■ ডঃ বাসুদেব সরকার, অধ্যাপক,
বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়।

'তীর্থক্ষেত্র' বা 'পবিত্রস্থান' এই চিন্তা থেকেই মেলার সৃষ্টি—এ অভিজ্ঞতা আমি সঞ্চয় করতে পেরেছি বহুকোটী সাধকের মত। এঁদের কাজ হল বিভিন্ন তীর্থস্থান ও মেলায় পরিভ্রমণ। আমি পূর্ণকুম্ভ মেলায় যেতে না পারলেও বারানসী—এলাহবাদ বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছি, দেখেছি বহু বড় বড় মেলা। বাংলাদেশের বাইরের মেলা এখানকার তুলনায় অনেক বড়। প্রয়াগের মেলাকেই ভারতবর্ষের মধ্যে বড় মেলা বলা হয়। তবে আমাদের বাংলাদেশের সাগর মেলায় জনসমাবেশ কম হয় না। বিহারে কিসানগঞ্জে হাতি বিক্রি হচ্ছে দেখেছি—কিন্তু হাতি কেনার মত পয়সা কোন দিন পকেটে নিয়ে যেতে পারিনি। 'নোটঙ্গী'দের নাচ দেখতে যাওয়ার শ্বশুরবাড়ি নিষেধ ছিল। মায়ের বাপের বাড়ির কাছে ত্রিবেনীতে স্নানযাত্রার মেলা আমার খুবই ভাল লাগত। খুব সকাল সকাল গঙ্গায় স্নান করে ঠাকুরের পূজো দেওয়া আর মুড়ি তেলেভাজার স্বাদই ছিল চমৎকার। বীরভূমের জয়দেব কেঁদুলির মেলায় গিয়ে বাউলদের গান শুনে আমার যৌবনেই ঐ মধুকণ্ঠীদের সঙ্গে চলে যেতে ইচ্ছে করেছিল—কিন্তু পিসীমার চোখ এড়িয়ে পালিয়ে যেতে পারি নি। আমাদের বর্ধমানের মামার বাড়ী বোড়গ্রামে শ্রীপঞ্চমীতে যে মেলা চলত তার পিছনে মানুষের আকর্ষণ ছিল ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বোচ্চ ঐ শ্রীবলরামের দারু মূর্তিদর্শন। কেন্দু বিল্বে অজয় নদীতে স্নান করে মন পবিত্র হয়ে ওঠে মনে হল কবি জয়দেব এই নদীতে স্নান করে এসে দেখলেন তার গীতগোবিন্দে 'দেহি পদপল্লব মুদারম্' কথাগুলি শ্রীভগবান কৃষ্ণই লিখেগেছেন।

এ অঞ্চলের পাঁচেটে রাসের মেলার জৌলুষ কুড়িয়ে গেছে জমিদারী চলে যাওয়ার পরই। এখানে গায়ক যদুভট্ট এসেছিলেন জমিদারদের আমন্ত্রণে। এদেশের ঐ বিখ্যাত গায়কের মত কতজন হতে পেরেছেন? কাঁথির গান্ধী মেলাও যেন ম্লান হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ছেলেরা সে তুলনায় অনেক উদ্যমশীল। হয়ত একদিন এ মেলা বৃহত্তর আকার নেবে।

> "শিক্ষকের দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে পারে, এমন একদল লোক সৃষ্টি করিতে হইবে, তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে। মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ দখল, প্রয়োজনীয় বহুবিধ তথ্যে যথেষ্ট জ্ঞান, দেশের কু-সংস্কারের কবল হইতে মুক্তি শিক্ষকদের এই গুণগুলি থাকা চাই। এই ধরণের দরকারী লোক গড়িয়া তোলাই সংকলন"
>
> ■ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

লোহমানবী মেরি কম

■ **কমলিকা বারুই (করণ),** প্রাক্তন ছাত্রী,
বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়, ভূগোল বিভাগ।

তিরিশ ছুঁইছুঁই, দুই সন্তানের জননী। মনিপুরের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উঠে আসা এক মহিলা—যারা ভারতের গর্ব। পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মেরি কম। লণ্ডন অলিম্পিকেই প্রথমবার মহিলাদের বক্সিং। প্রথম দিকে মেরিকে নিয়ে কিঞ্চি দ্বিধা ছিল। তাঁর পাঁচটি বিশ্ব জয়ই ছিল ৪৫ থেকে ৪৮ কেজি বিভাগে। সেখানে অলিম্পিকে মেরিকে লড়তে হচ্ছে ৫১ কেজিতে। তিন কেজির তফাৎ রিং, এ এক পৃথিবীর ফারাক গড়ে দিত পারত। কিন্তু লড়াইয়ের ময়দানে নামার পর সব দ্বিধা কাটিয়ে দিয়েছেন মেরি স্বয়ং।

ব্রিটেনের নিকোলা অ্যাডামসের কাছে হেরে রুপো তিনি হয়তো পাননি, কিন্তু সারা দেশ তাঁকে কুর্নিশ করেছে একটা কথা ভেবেই যে, ঘর সংসার সামলে দেশের এক সাধারণ ঘরের মেয়ে স্বপ্ন দেখাতে পারেন। অলিম্পিকের আসরে ইংল্যাণ্ডের বক্সারকে সমর্থন করতে আসেন সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরণ। কিন্তু মেরির পাশে সারা ভারতের সমর্থন ছিল।

ছোট থেকে দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই, পেটে ভাতের জন্য মরিয়া প্রয়াস—এসব নিয়ে মেরির মতো কৃষক পরিবারের সন্তানকে ভাবতে হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে মেরি বলেছেন গ্রামে জন্মানোর অনেক প্রতিবন্ধকতা থাকে। একটা সময় ইম্ফল শহরে এসে তাঁকে ট্রেনিং নিতে হত। কিন্তু কোনদিন দমে যাননি। প্রথম থেকেই বলে এসেছেন অলিম্পিক তাঁর কাছে স্বপ্নের জগৎ। পড়াশুনায় খুব একটা খারাপ ছিলেন না। কিন্তু অলিম্পিকের নেশা পেয়ে লেখাপড়া হয়নি। উচ্চমাধ্যমিক পাস করতে না পেরে অভিভাবকের চাপে প্রাইভেটে পাস করেন।

যিনি রাঁধেন, তিনি চুলও বাঁধেন। মাঙ্গতে মেরি কম শুধু উনুনে হাত পুড়িয়ে রাঁধেন না। ছেলেদের বড় করে তোলা স্নেহময়ী জননী থেকে গৃহস্থালির কাজও করেন। দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের পাশে দাঁড়ানো মানবিক মুখ ও মনিপুরের মেরি। বক্সিং রিং এ তিনি আক্ষরিক অর্থেই 'ম্যাগনিফিসিয়েন্ট মেরি'।

এমনিতে কর্ণম মালেশ্বরী, সাইনা নেওয়ালের পর ব্যক্তিগত বিভাগে ভারতের তৃতীয় মহিলা হিসাবে পদক হাতের মুঠোয় এনেছেন মেরি। ছেলে যখন হাসপাতালে তখন এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে মেরি লড়েছেন দেশের জন্য। অলিম্পিকে রবিবার শেষ আটে ওঠার দিন ছিল তাঁর দুই পুত্রের জন্মদিন। আনন্দের দিনে সন্তানদের কথাই সবচেয়ে বেশি মনে পড়েছিল মায়ের। কিন্তু রাত ফুরোতেই ফের নেমে পড়েছেন চোয়াল শক্ত করে। রিং থেকে বেরিয়েই কানে ফোন, হৃদয়ে পাঁচ বছরের সন্তানের কণ্ঠস্বর শোনার আকুলতা।

তিনি আর লোহমানবী নন, মা মেরি। তিনি দেশকে বুঝিয়েছেন মায়ের কোমলতার পাশাপাশি সিংহ হৃদয় দিয়ে বিপক্ষের উপর চোখে চোখ রেখে লড়তে পারলে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। তার চেয়ে বড় কথা—'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' এ ভারতের জাতীয় সংগীতকে আবারও তুলে ধরা যায়।

মেরি অনন্য ও অসাধারণ। সৌরভ গাঙ্গুলি ঠিকই বলেছেন। মেরি কম শচীনের মতোই সমান কৃতিত্বের অধিকারী। মেরি ঘোষণা করেছেন, রিও-ডি-জেনিরোর আগামী অলিম্পিকে তিনি পদকের রং বদলাবেন। এবার ব্রোঞ্জ। চারবছর পরে সোনা না রুপো? দুই সন্তানের জননী, মনিপুরের প্রত্যন্ত গ্রামের বক্সারের লড়াই থামেনি, বরং আরও বড় লড়াইয়ের জন্য তৈরী হচ্ছেন।

> " যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের, জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ, কেউ পর নয় মা; জগৎ তোমার"
>
> ■ শ্রীশ্রী মা সারদা

শুধু তোমায় মনে পড়ে

■ **রাজীব কর,** দ্বিতীয় বর্ষ, ভূগোল বিভাগ,
রাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়

ভুলিতে পারিনি আজও বন্ধু
তোমার ঐ প্রশান্ত মুখখানি,
বারে বারে মনে পড়ে
এমনি মিলনী দিনে এসেছিলে তুমি।
প্রেমের সাজে, আমার হৃদয় মাঝে
সে কথা আজও মনে পড়ে।।
ভালোবাসা দিয়েদিল তুমি উজাড় করে,
বাঁধিতে পারিনি তবু আপন করে।
কত কথাই আজও মনে পড়ে,
জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে শুধু তোমায় মনে পড়ে।।

মেদিনীপুরকে যাঁরা আলোকিত ও সমৃদ্ধ করেছেন —

■ স্বরাজ কুমার করণ, প্রাক্তন আংশিক সময়ের অধ্যাপক,
বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়,
খেজুরি কলেজ, শিক্ষক পোড়াচিংড়া জি. এ. বিদ্যাপীঠ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (২৬.০৯.১৮২০—২৯.০৭.১৮৯১) ঃ জন্ম বীরসিংহ, ঘাটাল। পিতা-ঠাকুরদাস, মাতা-ভগবতী দেবী, বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ। সংস্কৃত কলেজ থেকে বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন, ১৮৪৯ খ্রীঃ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকুরি গ্রহণ, ১৮৫০ খ্রীঃ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ হন। স্ত্রী শিক্ষার প্রসারে হুগলীতে ২০টি, বর্ধমানে ১০টি, মেদিনীপুরে ৩টি, নদীয়া ১টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সমাজ সংস্কারক হিসাবে ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন পাশ করেন। ১৮৭০ সালে নিজের পুত্র নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গে বিধবা বিবাহ অনুমোদন করেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্রের প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাহার অক্ষয় মনুষত্ব"।

মাতঙ্গিনী হাজরা- (১৮৭০-২৯.০৯.৪২) ঃ হোগলা, তমলুক থানা। ঠাকুরদাস। 'গান্ধীবুড়ি' নামে খ্যাত। স্বামী ত্রিলোচন হাজরা। অল্পবয়সে বিধবা হন। ১৯৩২ এ আইন অমান্য আন্দোলনের শোভাযাত্রা তাঁকে বিশেষভাবে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। গান্ধীজীর অহিংসা মন্ত্রে সেদিনই তিনি দীক্ষিত হয়ে দেশের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেন। ১৯৩৩-এ গভর্নরের তমলুক আগমনের প্রতিবাদে মিছিল করে গ্রেপ্তার হন এবং ছয় মাসের কারাদণ্ড (বহরমপুর জেল) ভোগ করেন। পরবর্তী সময়ে তমলুকের ছোট-বড় সমস্ত আন্দোলনেই তাঁর নিবিড় যোগ ছিলো। ১৯৪২ এ ২৯ সেপ্টেম্বর ভারতছাড়ো আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়ে থানা দখল করতে গেলে পুলিশ গুলি চালায়। প্রথমে বাম হাতে, পরে ডান হাতে এবং শেষে কপালে গুলি লাগলে শহীদ হন। জাতীয় পতাকা তখনো হাতে ধরা।

মহেন্দ্রনাথ করণ ঃ (১৯.১১.১৮৮৬-১৭.০৭.১৯২৮) ঃ ভাঙনমারী, খেজুরী থানা। ক্ষেমানন্দ-সুভদ্রা। জ্ঞানসাধক, সংগঠক ও আঞ্চলিক ইতিহাসবিদ। ছাত্রজীবনে স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণও 'ভিক্ষু সম্প্রদায়' গঠন করেন। ম্যাট্রিকুলেশনের পর নিজ উদ্যোগে সংস্কৃত, ওড়িয়া, উর্দু ও ফার্সিতে দক্ষতা অর্জন করেন। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, অমৃতবাজার পত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশ পায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ গবেষক পন্ডিতদের সঙ্গে তাঁর পত্র যোগাযোগ ।

কুমার চন্দ্র জানা (২৮.১১.১৮৮৯-০৬.০৫.১৯৭৬) ঃ বাসুদেবপুর, সুতাহাটা থানা। ঠাকুরদাস লক্ষ্মীরাণী। স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলার অন্যতম নেতা ও ড. প্রফুল্ল ঘোষের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। ১৯২০ তে বি.এস.সি পড়া ছেড়ে গান্ধীজীর আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। বহুবার কারাবরণ করেছেন। ভারতছাড়ো আন্দোলনে থানা সহ সারা জেলায় নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা পালন করেন।

ক্ষুদিরাম বসু (০৩.১২.১৮৮৯-১১.০৮.১৯০৮) ঃ পিতা-ত্রৈলোক্যনাথ, মাতা-লক্ষ্মীপ্রিয়া। জন্মস্থান হবিবপুর বর্তমানে পশ্চিম মেদিনীপুর হলেও তাঁর অভিভাবক ভগ্নিপতি অমৃতলালের চাকুরীস্থল তমলুক হওয়ায় তিনি তমলুক হ্যামিল্টন স্কুলে প্রথম ছাত্রজীবন কাটান। পরে স্বদেশী আন্দোলনের সংগঠক হিসাবে তমলুক মহকুমা শহরসহ বর্তমান পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি, এগরা, মুগবেড়িয়া প্রভৃতি স্থানে লাঠি খেলা, শরীরচর্চার আখড়া গড়ে তোলা, যুবকদের বন্দুক ও রিভলবার চালনা শেখানোর কাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

বসন্ত কুমার দাস (০১.০৩.১৮৯৮-০১.০৮.১৯৮৪) ঃ রামচক, খেজুরী থানা, ইন্দ্র নারায়ণ, সুধারাণী, বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী, সাংসদ ও ইতিহাস প্রনেতা। ১৯২১ এ অসহযোগ অন্দোলনে যোগ ১৯৩০ শে লবণ সত্যাগ্রহে কারাবরণ। ১৯৩২-এ আইন অমান্য ও কারাবরণ ও ১৯৪২এ ভারতছাড়ো আন্দোলনে যোগদান ও জেল। সংবিধান রচনার গণপরিষদ সদস্য, সংসদ সদস্য (১৯৫২-১৯৫৭) (১৯৬২-৬৭) বিধান পরিষদ সদস্য (১৯৫৮-৬২), সুভাষপল্লী ও খেজুরী আদর্শ বিদ্যাপীঠএ প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও দ্বিতীয়টিতে প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

সতীশ সামন্ত-(১৫.১২.১৯০০-০৪.০৬.১৯৮৪) ঃ গোপালপুর, মহিষাদল। মহিষাদল রাজ কলেজ, বঙ্গবাসী কলেজ এবং যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াশুনা। প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী যখন মহিষাদলে অন্তরীন ছিলেন তখন তাঁর সংস্পর্শে এসে সতীশচন্দ্র স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হন। ১৯৪২ এ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় তমলুকে গঠিত তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের প্রথম সর্বাধিনায়ক ছিলেন। ১৯২০ থেকে বিভিন্ন সময়ে ১০ বছর তাঁকে ব্রিটিশ কারাগারে কাটাতে হয়। স্বাধীন ভারতের গণপরিষদ ও অস্থায়ী পার্লামেন্ট এর সদস্য এবং '৭৭ পর্যন্ত তমলুকের সাংসদ ছিলেন। হলদিয়া বন্দর পরিকল্পনার অন্যতম স্থপতি।

ডঃ প্রবোধ কুমার ভৌমিক-(১৫.১২.১৯০০-০৪.০৬.১৯৮৪) ঃ আমদাবাদ-নন্দীগ্রাম। যোগেন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানী ও সংগঠক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃতত্ত্ব বিষয়ে এম.এস.সি.(১৯৫১) এবং ১৯৬৭ তে ডি. এস.সি ডিগ্রি লাভ করেন। স্কুল জীবনে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কারাবররণ করেন। পরবর্তীকালে লোধা, শবর প্রভৃতি জনজাতির পুনর্বাসন ও উন্নয়নের কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করেন। নারায়ণগড় থানার (প. মেদিনীপুর) ফুলগেড়িয়া-ডহরপুরে গড়ে তোলেন 'বিদিশা' নামক প্রতিষ্ঠান যা আসলে 'Institute of social Research and applied Anthropology' । এখানেই ১৯৭৮ সালে সংগঠিত হয় দশম আন্তর্জাতিক নৃবিজ্ঞান কংগ্রেস। আন্তর্জাতিক কৃতবিদ্য এই মানুষটির উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'The Lodhas of West Bengal-A socio-Economic Study, Munda life in West Bengal'.

জটাইলাল দাস মহাপাত্র ঃ (৩০.০৯.১৯০৪-২৬.০৭.১৯৯৭) ঃ লালপুর, রামনগর থানা। বিহারীলাল-সারদাময়ী। বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ও জননায়ক। ১৯২১ এ অসহযোগ আন্দোলনে বিলাতী জিনিস পোড়ানোর আগুনে নিজের দামী বিলাতী চাদর আহুতি দিয়ে স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষা নেন। তখন তিনি ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। সত্যাগ্রহ, ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে, শ্রমিক সংগঠন (পরাধীন ভারতে) এবং ভারতছাড়ো

আন্দোলন ইত্যাদি বহুবিধ আন্দোলনে সংগঠক হিসাবে কাজ করেছেন। আত্মগোপন করা অবস্থায় সরকার দশ হাজার টাকা তাঁর মাথার দাম ঘোষণা করে। দেশ স্বাধীন হলে জয়প্রকাশ নারায়ণের আদর্শে কৃষক মজদুর প্রজা পার্টিতে যাগদান করেন। ১৯৬২, ৬৯ এবং ৭৭-৮২ বিধানসভার সদস্য ছাড়াও বহু গণ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

সুশীল কুমার ধাড়া -(০২.০৩.১৯১১-২৮.০১.২০১১) ঃ টিকারামপুর, মহিষাদল থানা। তরেন্দ্রনাথ-শোভাময়। স্বাধীনতা সংগ্রামের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ও সংগঠক। রাজনৈতিক গুরু সতীশ সামন্ত। তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের অধীন 'বিদ্যুৎ বাহিনী' এবং 'ভগিনী সেনা'র সংগঠক। পরবর্তীকালে' ৬৭ যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী হন। '৭৭ এ জনতা দলের সাংসদ হন গুরু সতীশ সামন্তকে পরাজিত করে। তাঁর শেষ কীর্তি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণে নির্মিত 'স্মৃতিসৌধ' সংগ্রামীদের জীবনী ও কর্ম বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র।

অনাথ বন্ধু পাঁজা-(২৯.১০.১৯১১-০২.০৯.১৯৩৩) ঃ জন্ম গ্রাম-জলবিন্দু, থানা-সবং, পিতা-সুরেন্দ্রনাথ পাঁজা মাতা কুমুদিনী। কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষালাভ। জেলাশাসক বার্জকে হত্যার দায়িত্ব অর্পিত হয় অনার্থ বন্ধু এবং মৃগেন দত্তের উপর। ০২.০৯.১৯৩৩ তারিখে বার্জকে গুলি করে হত্যা করেন। বার্জের দেহরক্ষীর গুলির দ্বারা অনাথ বন্ধু শহীদ হন।

বিরাজ মোহন দাস (১.১১.১৯১৭-১৪.০৯.২০১২) ঃ বাড় সুন্দরা, সুতাহাটা থানা। ত্রৈলোক্যনাথ, শোভাময়ী। ভারতছাড়ো আন্দোলনে সুতাহাটা থানা দখলের অন্যতম নেতা। স্বাধীনতার পর জেলা কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। এছাড়াও প্রাথমিক স্কুল বোর্ডের সদস্য, ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি প্রভৃতি পদ অলঙ্কৃত করেছেন। এলাকার বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ বাড়সুন্দরা হাইস্কুল এবং বাড় উত্তর হিংলী অন্নদাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'স্বদেশীয়ানার পঞ্চাশ বছর'।

কুমুদিনী ডাকুয়া (১৯২৫-) ঃ সুতাহাটা। পূর্ণচন্দ্র ও জ্ঞানদাময়ী। স্বামী ক্ষুদিরাম ডাকুয়ার আদর্শে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান এবং ভারতছাড়ো আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অন্যতম নেতা সুশীলকুমার ধাড়ার সান্নিধ্যে তাঁর বিপ্লবী জীবনগড়ে ওঠে। পুলিশের বর্বর অত্যাচার থেকে নারী সমাজকে রক্ষা করার জন্য তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার এর অধীন গঠিত হয় 'বিদ্যুৎ বাহিনী ভগিনী সেনা'। কুমুদিনী ছিলেনএর অন্যতম সদস্যা। কুমুদিনীর ছদ্মনাম ছিলো 'মানসী'। ভগিনী সেনানীরা ছোরা খেলায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন।

মনিলাল ভৌমিক (১৯৩১-) ঃ তমলুক। গুণধর-ললিতা। প্রবাসী ভারতীয় ও বিশ্বখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী। স্কটিশচার্চ কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। খড়গপুর আই. আই. টি. থেকে পি. এইচ. ডি লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয়-'ইলেকট্রনিক এনার্জিট্রান্সফার'। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজে যোগ দেন ১৯৫৯ এ। বারোটি এক্সিমার লেজারের আবিষ্কার লেজার বিজ্ঞানে তাঁকে দিয়েছে অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা। ২০০০সালে তিনি ছিলেন মহাকাশ কেন্দ্রিক গবেষণা সংস্থা 'কসমোজেনিক্স'এর প্রেসিডেন্ট।

ফাহিয়েন (৩৩৪-?) ঃ চীন দেশ, শানসী প্রদেশ, বৌদ্ধ পরিব্রাজক, ভারত ভ্রমণে এসে পণ্ডিত কুমার জীবের নিকট বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যায়ন করেন, দুবছর তাম্রলিপ্ত নগরীতে থেকে পরে সমুদ্র পথে সিংহল যাত্রা করেন। ৩৯৯-৪১৩ প্রায় ১৪ বছর ভারতবর্ষ ও সিংহল পরিভ্রমণ করে 'ফা-কিউকি' রচনা করেন।

চৈতন্যদেব (১৮/১৯.২.১৪৮৬-১৫৩৩) ঃ দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণে চৈতন্যদেব জল যানে নবদ্বীপ থেকে তমলুকে আসেন। এখান থেকে মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন এবং বহু মানুষ তাঁর সান্নিধ্যে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। তমলুকে চৈতন্যদেবের শিষ্য বাসুদেব ঘোষ মহাপ্রভু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা আজও বর্তমান।

মহারাজ নন্দকুমার রায় (১৭০৫-৫.৮ ১৭৭৫) ঃ ভট্টপুর, বীরভূম জেলা। মুর্শিদাবাদে মুর্শিদকুলি খাঁর আমিন ছিলেন। আলিবর্দীর আমলে হিজলী ও মহিষাদল পরগণার রাজস্ব আদায়ের আমিন ছিলেন। কর্মসূত্রে পূর্ব মেদিনীপুর এর বহু অঞ্চলে তাঁর পদার্পণ ঘটে। ওয়ারেণ হেস্টিংসের দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে ক্ষিপ্ত হেস্টিংস তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে দলিল জাল করার অভিযোগ করে। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়।

রাজা রামমোহন রায় ঃ প্রথমবার যখন বিলাত যান তখন মেদিনীপুরে জেলার খেজুরী থেকে হিজলী বন্দরের মাধ্যমে বৃটেনের উদ্দেশ্য সমুদ্র যাত্রা করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২৬.০৬.১৮৩৮-০৮.০৪.১৯১৪) ঃ জন্ম মেদিনীপুরে। মেদিনীপুর হাইস্কুলে পড়াশোনা করেন। ঘনাক্রমে ১৮৬০ জুন-নভেম্বর পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির নেগুয়াতে (বর্তমান এগরাতে) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে নিযুক্ত হন। এখানে থাকাকালীন 'কপালকুণ্ডলা' ও যুগলাঙ্গুরীয়' উপন্যাস দুটি লেখেন। কপালকুণ্ডলা মন্দির (দেশপ্রাণ ব্লক, কাঁথি-২ অন্তর্গত) এখানো ভগ্ন অবস্থায় বিরাজমান। কাঁথি হাইস্কুলকে ৩৮০ একর নিষ্কর জমিদানের ব্যবস্থা করেছিলেন।

কালী প্রসন্ন কাব্যবিশারদ (০৯.০৬.১৮৬১-০৪.০৭.১৯০৭) ঃ রাখালচন্দ্র। কলিকাতা তাঁর সম্পাদিত 'সাপ্তাহিক হিতবাদী' পত্রিকা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একাধিকবার কারাদণ্ড ভোগ করেন। বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন কালীন সময়ে তমলুক শহরের রক্ষিতবাটির ভেতরের প্রাঙ্গণে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে কালীপ্রসন্ন সভাপতিত্ব করেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (০২.০৮.১৮৬১-১৬.০৬.১৯৪৪) ঃ স্বদেশী আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক এই মহান শিক্ষক ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জানুয়ারী বর্তমান পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরী থানার কলাগেছিয়া জাতীয় বিদ্যালয়ে পদার্পন করেছিলেন। ১৯২৬ খ্রী. কেলেঘাই বন্যার সময় আচার্য্য রায়ের সভাপতিত্বে 'মেদিনীপুর বন্যা সাহায্য সমিতি' গড়ে ওঠে। ঐ বছরই কাঁথি খদ্দর প্রচার সমিতি গঠিত হয়, যে সমিতির সভাপতি ছিলেন আচার্য্য রায়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৯.০৭.১৮৬৩-১৭.০৫.১৯১৩) ঃ প্রখ্যাত কবি ও নাট্যকার D.L. Roy সালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সুজামুঠা পরগণার (বর্তমান ভগবানপুর থানা) সেটেলমেন্ট অফিসার হয়ে

এসেছিলেন। ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত তিনি এখানে অবস্থান করেন। তিনি বর্তমান ভগবানপুর থানার কাজলাগড়ে কাজল দীঘির পাশে থাকতেন। এখানে থাকাকালিন বেশ কয়েকটি গান তিনি রচনা করেন। অন্যায় করবৃদ্ধির হাত থেকে নিরীহ প্রজাদেরকে রক্ষা করার জন্যও তিনি সচেষ্ট ছিলেন।

ঋষি শ্রী অরবিন্দ-(১৫.০৮.১৮৭২-০৫.১২.১৯৫০) ঃ বিপ্লবী নেতা, যোগী ও দার্শনিক, ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ ও ইংরেজী 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সম্পাদক, মেদিনীপুরের বিপ্লবীরা অরবিন্দের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। বারীন্দ্র ও হেমচন্দ্রকে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়ার জন্য মেদিনীপুরে আসেন।

চারণকবি মুকুন্দ দাস (১৮৭৮-১৮.০৫.১৯৩৪) ঃ পিতৃদত্ত নাম যজ্ঞেশ্বর। অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রেরণায় স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে চারণকবিতে রূপান্তরিত হন। দেশবাসীকে স্বদেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে এবং দেশপ্রেমের প্রবাহ সৃষ্টি করতে গান ও যাত্রাপালাকে হাতিয়ার করেন। ১৯২৪ সালে তিনি বর্তমান পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরীর কলাগেছিয়া স্কুলে আসেন। কাছাকাছি সময়ে তমলুক মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় 'স্বদেশী যাত্রা' পরিবেশ করেন।

বিধান চন্দ্র রায় (০১.০৭.১৮৮২-০১.০৭.১৯৬২) ঃ পশ্চিমবঙ্গের এই স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব নানা কর্মসূচীউপলক্ষ্যে বহুবার পূর্ব মেদিনীপুরে পদার্পণ করেছেন। বিশেষতঃ বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র 'দীঘা' ছিলো ডা. রায়ের মানস কন্যা। এই স্থানটি একজন ইংরেজ পর্যটক ফ্রাঙ্ক স্মিথকে মুগ্ধ করে (১৯৩২) এবং স্বাধীনতার পর তিনি ডা. রায়কে এ বিষয়ে উৎসাহিত করেন। এরপরই দীঘার নব নির্মাণ শুরু হয়। এই উপলক্ষ্যে তাঁর দীঘায় আগমন। হলদিয়া বন্দর গঠনের প্রাক পর্বে ১৯৫৩-৫৪ নাগাদ গেঁওখালীতেও তিনি পরিদর্শন কার্যে আসেন।

ফুলরেণু গুহ-(১৩.০৮.১৯১১-২৮.০৭.২০০৬) ঃ স্বামী বিজ্ঞানী বীরেশচন্দ্র গুহ, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও ১৯৮৪তে কাঁথির সাংসদ। M.A. পড়তে পড়তে বিপ্লবী যুগান্তর দলে যোগদান ও কারাবরণ, লণ্ডনে উচ্চ শিক্ষা ডি.লিট লাভ। ১৯৬৪ তে রাজ্য সভার সদস্য ও ইন্দিরা মন্ত্রীসভায় সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী, পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত।

সুভাষচন্দ্র বসু (২৩.০১.১৮৯৭—) ঃ অনন্য ব্যক্তিত্ব সুভাষচন্দ্রের পূর্ব মেদিনীপুর শুভাগমন এক গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ এপ্রিল তমলুক শহরে এবং ১২ এপ্রিল কাঁথি মহকুমায় যান। ১১ এপ্রিল তমলুক রাজবাড়ীর নিজস্ব জায়গায় খোসরং মাঠে বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন। সভাপতিত্বকরেন রাজা সুরেন্দ্র নারায়ণ রায়। এছাড়াও খেজুরী থানার জরানগরে (বর্তমান মুগবেড়িয়া) , মুগবেড়িয়ায়, এগরার বালিঘাই প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশ নেন।

অন্নদাশংকর রায় ঃ খ্যাতনামা সাহিত্যিক, প্রশাসক ও বিচারগত, মেদিনীপুরে জেলা জজ ছিলেন ১৯৪০ সালে।

"স্বার্থপরতা আত্মাকে নিধন করে, তাকে বিনাশ করে"
■ ঋষি অরবিন্দ

SIMULIA GRAM PANCHAYET

(Under Bhagwanpur-1 Panchayat Samity)

P.O.-Bhimeswari Bazar, Dist.-Purba Medinipur
Phone No.-(03220) 278 229

- জন উদ্যোগে ও প্রশাসনিক প্রচেষ্টায় আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত নির্মল পুরস্কারে সম্মান অর্জন করেছে।
- প্রশাসনিকভাবে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত সব মূল্যায়নে পুরস্কৃত পেয়েছে।
- জনস্বাস্থ্য কর্মসূচী সার্থক রূপায়নে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে।
- সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচী ও স্বাক্ষরতা অভিযানে গ্রাম পঞ্চায়েত অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে।
- মানব সম্পদের বিকাশের জন্য প্রায়শই শিক্ষা শিবির সংগঠিত হচ্ছে।
- পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে মানুষের ও এলাকার সার্বিক উন্নয়ন করার সতত প্রয়াস চলছে।
- আই.এস.জি.পি. এবং তৃতীয় রাজ্য অর্থ কমিশনের মাধ্যমে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত সমস্ত সম্পদ এলাকায় পানীয় জল মোরামীকরণ, ক্যালভাট, সার্বিক দিকে উন্নতি লাভ করেছে এবং এলাকায় স্ট্রীট লাইট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- জাতীয় গ্রামীণ কর্ম সুনিশ্চিত প্রকল্পের মাধ্যমে জল সংরক্ষণ, ক্যানেল সংস্কার, রাস্তার উন্নয়ন, বনসৃজন ও ব্যক্তিগত পুকুর খনন ও সংস্কার ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে ৬০ ঃ৪০ অনুপাত মান্য করে ২০১১-১২ আর্থিক বর্ষে ১৪৩৬৩৬১৯.০০ (এক কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ তেষট্টি হাজার ছয়শত উনিশ টাকা) খরচ করা হয়েছে।

দীপেন্দু মাইতি
উপ-প্রধান
সিমুলিয়া ৬নং গ্রাম পঞ্চায়েত

সবিতা প্রধান
প্রধান
সিমুলিয়া ৬নং গ্রাম পঞ্চায়েত

মিলন মেলা ও প্রদর্শনীর সার্বিক সাফল্য কামনা করি—

আপনার কষ্টার্জীত অর্থ

বিনিয়োগ করুন নিরাপদে,

ভারত সরকারের ***M.C.A. And R.O.C.*** দ্বারা অনুমোদিত এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

SIYARAM GREEN INDIA LIMITED

ALWAYS WITH YOU

আজিই যোগাযোগ করুন নিম্নলিখিত ঠিকানায় ঃ

REGD And H.O.

BASUDEVPUR : (HPL. LINK ROAD. KHUDIRAM SQUARE)

KHANJANCHAK, HALDIA, PURBA MEDINIPUR, 721602

Ph. No. (03224) 077 549 / 322295

E-mail : Info@sgil.co.in, Wesbsite : www. sgil.co.in

MANGALAMARO BRANCH

Address :

Vill.-Rupadighi, P.O.-Mangalamaro, P.S.-Patashpur, Dist.-Purba Medinipur, Pin-721434

Ph. No. : (03220) 249 055 E-mail : mangalamaro@sgil.co.in

With Best Compliomtents From :-

SUSANTA GUHA

Branch Manager

CENTRAL BANK OF INDIA

KAJLAGARH BRANCH

BAJKUL, PURBA MEDINIPUR

মিলন মেলা ও প্রদর্শনীর সার্বিক সাফল্য কামনা করি—

মা মাধবী ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস

অভিজ্ঞ মিস্ত্রী দ্বারা কলাপ্‌সিবল গেট, সাটার, উনডো এবং গাড়ীর নুতন ও পুরাতন কাজ করা হয়।

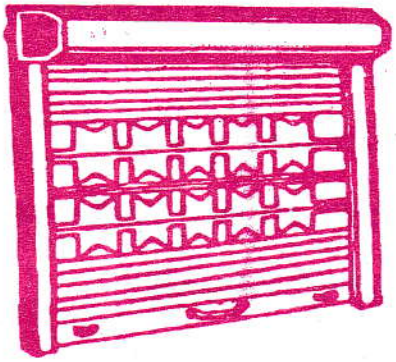

প্রোঃ- শ্রী ভীমচরণ প্রধান

তেঠিবাড়ী • কিসমত বাজকুল • পূর্ব মেদিনীপুর

(রেল ক্রসিং-এর পাশে)

মোবাইল ঃ ৯৯৩৩৬৫৬৫৪০/ ৯৯৩২৪১৯৯৩৬

গড়বাড়ী-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

(ভগবানপুর-২ পঞ্চায়েত সমিতি)

পোঃ-কিসমৎ বাজকুল ● জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর ● পিন-৭২১৬৫৫

ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ঘাত-প্রতিঘাত, বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে আগামী দিনে একটি শক্তিশালী গ্রাম পঞ্চায়েত উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে.....

আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্য

- গড়বাড়ী-১ গ্রাম পঞ্চায়েতকে পূর্ব মেদিনীপুরজেলার শ্রেষ্ঠ I.S.G.P. গ্রাম পঞ্চায়েত হিসাবে গড়ে তোলা ।
- দূর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ, গতিশীল এক আদর্শ গ্রাম পঞ্চায়েতে রূপান্তরিত করা।
- প্রতিটি শিশুসহ স্কুল পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়মুখী করা ও পুষ্টি বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি দেওয়া।
- গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করা।
- কর্ম সুনিশ্চিত প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মে ইচ্ছুক প্রতিটি পরিবারকে ১০০ দিন কাজ দেওয়া।
- খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান বিষয়ে সুনিশ্চিতকরণ।
- কৃষি ও সেচ ব্যবস্থাকে গণমুখী করা।
- কুটির শিল্পকে প্রাধান্য দেওয়া।

সুবল সেন
উপ-প্রধান
গড়বাড়ী-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

স্বপন কুমার দাস
প্রধান
গড়বাড়ী-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

ভারতের জনগণনা-২০১১

কিছু প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান

একনজরে পরিসংখ্যান ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ

		ভারত	পশ্চিমবঙ্গ
জনসংখ্যা ঃ	জন	১,২১,০১,৯৩,৪২২	৯,১৩,৪৭,৭৩৬
	পুরুষ	৬২,৩৭,২৪,২৪৮	৪,৬৯,২৭,৩৮৯
	নারী	৫৮,৬৪,৬৯,১৭৪	৪,৪৪,২০,৩৪৭
দশ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ২০০১-২০১১ (আসল)	জন	১৮,১৪,৫৫,৯৮৬	১,১১,৭১,৫৩৯
	পুরুষ	৯,১৫,০১,১৫৮	৫৪,৬১,৪০৪
	নারী	৮,৯৯,৫৪,৮২৮	৫৭,১০,১৩৫
দশ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ২০০১-২০১১ (শতকরা)	জন	১৭.৬৪	১৩.৯৩
	পুরুষ	১৭.১৯	১৩.১৭
	নারী	১৮.১২	১৪.৭৫
জনঘনত্ব (প্রতি বর্গকিমি)		৩৮২	১,০২৯
লিঙ্গ অনুপাত (প্রতি ১০০০ পুরুষে নারীর সংখ্যা)		৯৪০	৯৪৭
০-৬ বছর বয়সিদের সংখ্যা (আসল)	জন	১৫,৮৭,৮৯,২৮৭	১,০১,১২,৫৯৯
	পুরুষ	৮,২৯,৫২,১৩৫	৫১,৮৭,২৬৪
	নারী	৭,৫৮,৩৭,১৫২	৪৯,২৫,৩৩৫
০-৬ বছর বয়সিদের সংখ্যা (মোট জনসংখ্যার শতকরা ভাগ)	জন	১৩.১২	১১.০৭
	পুরুষ	১৩.৩০	১১.০৫
	নারী	১২.৯৩	১১.০৯
সাক্ষর (আসল)	জন	৭৭,৮৪,৫৪,১২০	৬,২৬,১৪,৫৫৬
	পুরুষ	৪৪,৪২,০৩,৭৬২	৩,৪৫,০৮,১৫৯
	নারী	৩৩,৪২,৫০,৩৫৮	২,৮১,০৬,৩৯৭
সাক্ষরতা হার ঃ	জন	৭৪.০৪	৭৭.০৮
	পুরুষ	৮২.১৪	৮২.৬৭
	নারী	৬৫.৪৬	৭১.১৬

পশ্চিমবঙ্গের জনগণনা-২০১১

একনজরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার বর্গক্ষেত্র, জনসংখ্যা, জনসংখ্যার বৃদ্ধি-হার ও জনঘনত্ব

ক্র. নং	জেলা	বর্গক্ষেত্র বর্গকিমি হিসাবে	জনসংখ্যা-২০০১			জনসংখ্যা-২০১১			একদশকে বৃদ্ধি হার %		জনঘনত্ব / প্রতি বর্গকিমি		লিঙ্গ অনুপাত	
			জন	পুরুষ	নারী	জন	পুরুষ	নারী	১৯৯১-	২০০১-	২০০১	২০১১	২০০১	২০১১
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	পঃ বঙ্গ	৮৮,৭৫২	৮০১৭৬১৯৭	৪১৪৬৫৯৮৫	৩৮৭১০২১২	৯১৩৪৭৭৩৬	৪৬৯২৭৩৮৯	৪৪৪২০৩৪৭	১৭.৭৭	১৩.৯৩	৯০৩	১০২৯	৯৩৪	৯৪৭
১	দার্জিলিং	৩১৪৯	১৬০৯১৭২	৮৩০৬৪৪	৭৭৮৫২৮	১৮৪২০৩৪	৯৩৪৭৯৬	৯০৭২৩৮	২৩.৭৯	১৪.৪৭	৫১১	৫৮৫	৯৩৭	৯৭১
২	জলপাইগুড়ি	৬২২৭	৩৪০১১৭৩	১৭৫১১৪৫	১৬৫০০২৮	৩৮৬৯৬৭৫	১৯৮০০৬৮	১৮৮৯৬০৭	২১.৪৫	১৩.৭৭	৫৪৬	৬২১	৯৪২	৯৫৪
৩	কোচবিহার	৩৩৮৭	২৪৭৯১৫৫	১২৭২০৯৪	১২০৭০৬১	২৮২২৭৮০	১৪৫৩৫৯০	১৩৬৯১৯০	১৪.১৯	১৩.৮৬	৭৩২	৮৩৩	৯৪৯	৯৪২
৪	উঃ দিনাজপুর	৩১৪০	২৪৪১৭৯৪	১২৫৯৭৩৭	১১৮২০৫৭	৩০০০৮৪৯	১৫৫০২১৯	১৪৫০৬৩০	২৮.৭২	২২.৯০	৭৭৮	৯৫৬	৯৩৮	৯৩৬
৫	দঃ দিনাজপুর	২২১৯	১৫০৩১৭৮	৭৭০৩৩৫	৭৩২৮৪৩	১৬৭০৯৩১	৮৫৫১০৪	৮১৫৮২৭	২২.১৫	১১.১৬	৬৬৭	৭৫৩	৯৫১	৯৫৪
৬	মালদহ	৩৭৩৩	৩২৯০৪৬৮	১৬৮৯৪০৬	১৬০১০৬২	৩৯৯৭৯৭০	২০৬১৫৯৩	১৯৩৬৩৭৭	২৪.৭৮	২১.৫০	৮৮১	১০৭১	৯৪৮	৯৩৯
৭	মুর্শিদাবাদ	৫৩২৪	৫৮৬৬৫৬৯	৩০০৫০০০	২৮৬১৫৬৯	৭১০২৪৩০	৩৬২৯৫৯৫	৩৪৭২৮৩৫	২৩.৭৬	২১.০৭	১১০২	১৩০৩৪	৯৫২	৯৫৭
৮	বীরভূম	৪৫৪৫	৩০১৫৪২২	১৫৪৬৬৩৩	১৪৬৮৭৮৯	৩৫০২৩৮৭	১৭৯১০১৭	১৭১১৩৭০	১৭.৯৯	১৬.১৫	৬৬৩	৭৭১	৯৫০	৯৫৬
৯	বর্ধমান	৭০২৪	৬৮৯৫৫১৪	৩৫৬৮৩৭৬	৩৩০৭১৩৮	৭৭২৩৬৬৩	৩৯৭৫৩৫৬	৩৭৪৮৩০৭	১৩.৯৬	১২.০১	৯৮২	১১০০	৯২২	৯৪৩
১০	নদীয়া	৩৯২৭	৪৬০৪৮২৭	২৩৬৬৮৫৩	২২৩৭৯৭৪	৫১৬৮৪৮৮	২৬৫৫০৫৬	২৫১৩৪৩২	১৯.৫৪	১২.২৪	১১৭৩	১৩১৬	৯৪৬	৯৪৭
১১	উঃ ২৪পরগণা	৪০৯৪	৮৯৩৪২৮৬	৪৬৩৮৭৭৬	৪২৯৫৫৩০	১০০৮২৮৫২	৫১৭২১৩৮	৪৯১০৭১৪	১২.৬৯	১২.৮৬	২১৮২	২৪৬৩	৯২৬	৯৪৯
১২	হুগলী	৩১৪৯	৫০৪১৯৭৬	২৫৮৯৬২৫	২৪৫২৩৫১	৫৫২০৩৮৯	২৮১৯১০০	২৭০১২৮৯	১৫.৭৭	৯.৪৯	১৬০১	১৭৫৩	৯৪৭	৯৫৮
১৩	বাঁকুড়া	৬৮৮২	৩১৯২৬৯৫	১৬৩৬০০২	১৫৫৬৬৯৩	৩৫৯৬২৯২	১৮৪০৫০৪	১৭৫৫৭৬৮	১৩.৮২	১২.৬৪	৪৬৪	৫২৩	৯৫২	৯৫৪
১৪	পুরুলিয়া	৬২৫৯	২৫৩৬৫১৬	১২৯৮০৭৮	১২৩৮৪৩৮	২৯২৭৯৬৫	১৪৯৭৬৫৬	১৪৩০৩০৯	১৪.০২	১৫.৪৩	৪০৫	৪৬৮	৯৫৪	৯৫৫
১৫	হাওড়া	১৪৬৭	৪২৭৩০৯৯	২২৪১৮৯৮	২০৩১২০১	৪৮৪১৬৩৮	২৫০২৪৫৩	২৩৩৯১৮৫	১৪.৫৭	১৩.৩১	২৯১৩	৩৩০০	৯০৬	৯৩৫
১৬	কোলকাতা	১৮৫	৪৫৭২৬৭৬	২৫০০০৪০	২০৭২৮৩৬	৪৪৮৬৬৭৯	২৩৬২৬৬২	২১২৪০১৭	৩.৯৩	-১.৮৮	২৪৭১৮	২৪২৫২	৮২৯	৮৯৯
১৭	দঃ ২৪পরগণা	৯৯৬০	৬৯০৬৬৮৯	৩৫৬৪৯৯৩	৩৩৪১৬৯৬	৮১৫৩১৭৬	৪১৮২৭৫৮	৩৯৭০৪১৮	২০.৮৫	১৮.০৫	৬৯৩	৮১৯	৯৩৭	৯৪৯
১৮	পঃ মেদিনীপুর	৯৩৪৫	৫১৯৩৪১১	২৬৪৮০৪৮	২৪৪৫৩৩৬	৫৯৪৩৩০০	৩০৩২৬৩০	২৯১০৬৭০	১৫.৭৬	১৪.৪৪	৫৫৬	৬৩৬	৯৬১	৯৬০
১৯	পূর্ব মেদিনীপুর	৪৭৩৬	৪৪১৭৩৭৭	২২৬৮৩২২	২১৪৯০৫৫	৫০৯৪২৩৮	২৬৩১০৯৪	২৪৬৩১৪৪	১৪.৮৭	১৫.৩২	৯৩৩	১০৭৬	৯৪৭	৯৩৬

*২০০১ সালের পর মেদিনীপুর জেলা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ভাগ হয়ে যাওয়ার ফলে ২০০১ সালে মেদিনীপুর জেলার অবস্থানগত পরিবর্তন হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহ : স্বরাজ কুমার করণ :: উৎস : যোজনা-২০১১

কাঁথি পৌরসভা

কাঁথি • পূর্ব মেদিনীপুর

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের উন্নয়নের প্রয়াসের লক্ষ্যে অঙ্গীকার ও সাফল্যের অনন্য নজির, কাঁথি পৌরসভা বর্তমান পৌর বোর্ডের চলতি প্রকল্প সমূহ—

- প্রতিটি বাড়ীতে পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ পূর্ণদ্যোমে এগিয়ে চলেছে।
- কাঁথি পৌর এলাকায় বৈদ্যুতিক করণের কাজ ও পৃথক বাস, ট্যাক্সি, ট্রাক টার্মিনাসের কাজ শেষ পর্যায়ে।
- শহরের মধ্যস্থলে এবং মেছাদা রাস্তায় অত্যাধুনিক অফিস কাম শপিং কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে।
- পৌর বাজারগুলির আধুনিকীকরণ ও পৌর এলাকা সুসজ্জিত করণের কাজ শেষ পর্যায়ে।
- দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারগুলিতে শৌচাগার নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ।
- দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ সম্পূর্ণ।
- স্বাস্থ্য পরিষেবাসহ মাতৃসদন নির্মাণের কাজ চলছে।
- পোলিও, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু সহ বিভিন্ন রোগ প্রতিষেধকের টিকাকরণ কর্মসূচী চলছে। বার্দ্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা ও বিকলাঙ্গ ভাতা প্রদানের প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে চলেছে।
- জল নিকাশী সহ ড্রেনেজ ব্যবস্থায় অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।
- দূষণ মুক্ত এলাকা গড়ে তুলতে অত্যাধুনিক প্রক্রিয়া প্রচলন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- শহরের মধ্যে রিক্সা চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধিত রিক্সা ভাড়া চালু হয়েছে।
- শহরকে দূষণমুক্ত করতে পলিথিন প্যাক ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।
- কাঁথি শহরকে যানযট মুক্ত এক নতুন আধুনিক শহরে বাস্তবায়িত করতে আপনার সুচিন্তিত মতামত ও আন্তরিক সহযোগিতাকে স্বাগত জানায়.......কাঁথি পৌরসভা।

Ph. No.- 03220 255017 / 257377
Fax No.-03220 259399
Email.-soumenduad@gmail.com

বোর্ড অফ্ কাউন্সিলারের পক্ষে—

শ্রী সৌমেন্দু অধিকারী

পৌর প্রধান

কাঁথি পৌরসভা

Wish the

Grand Success

Milan Mela

'O'

Pradarsani

Dr. B.A. GHATA

MBBS, DNB, Dip MAS (France)
Dip. MAS (WALS) FMAS (WALS)
FIAGES (INDIA) FALS INDIA.

জেলায় প্রথম বিদেশে উচ্চ শিক্ষিত
ইউনির্ভাসিটি কোয়ালিফায়ের Super Sperialist
Laparoscopic Surgeon and Gynaicologist.

সরকারী-বেসরকারী হাসপাতাল-এর ঠিকানা

পূর্ব মেদিনীপুর

সরকারী হাসপাতাল

তমলুক জেলা হাসপাতাল
(০৩২২৮)২৬৩৮৫৯
(০৩২২৮)২৬৩২০৯
কাঁথি মহকুমা হাসপাতাল
[illegible]রুয়া, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর
(০৩২২০) ২৫৫১৪০
এগরা মহকুমা হাসপাতাল
পূর্ব মেদিনীপুর
(০৩২২০) ২৪৪২২০
দিঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতাল
(০৩২২০) ২৬৬২৬৮
হলদিয়া মহকুমা হাসপাতাল
হলদিয়া (০৩২২৪) ২৭৪১০৮
হলদিয়া মহকুমা ব্লাড ব্যাঙ্ক
(০৩২২৪)২৭৭৪৪১
নার্সিংহোম
[illegible]ত্রিরিয়া হাসপাতাল
তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর
[illegible] ডাঃ বিশ্বজিৎ ঘোড়াই
[illegible]১৬৩৩
[illegible] নার্সিং হোম
[illegible] কাঁথি, ২৫৫২০৭
[illegible] নার্সিং হোম
([illegible])২৩১২০৩
[illegible] সেবা সদন
[illegible]
[illegible] পলিক্লিনিক অ্যান্ড
[illegible]
[illegible]-২৫৭২৩৪
[illegible]
[illegible]-২৬৩৪৬৮
[illegible] নার্সিংহোম
[illegible]-২৭২২০৪
[illegible] ও ডায়াগনস্টিক
[illegible]
[illegible] কো-অপা
[illegible]/২৬৩৪১৪
আইকেয়ার ক্লিনিক
২৫৩৩৪১/২৫৩২৮৬
রোটারি পলিক্লিনিক
কাঁথি ২৬৫০২৭
ইদান ডায়াগনস্টিক সেন্টার
এ্যাণ্ড নার্সিংহোম
৯৪৬৪১৪৬৪৪৭
পার্ক ক্লিনিক এ্যাণ্ড
ডায়াগনস্টিক সেন্টার
০৩২২৮-২৬৬৪৮৩
অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস
কাঁথি ক্লাব ২৫৭৩৫৫
কাঁথি রেড ক্রস সোসাইটি
কাঁথি ২৫৬২০০
কেয়ার অ্যান্ড কিওর
হলদিয়া ৯৪৩৪০৩৫৬৯৯

পশ্চিম মেদিনীপুর

সরকারি হাসপাতাল

মেদিনীপুর মেডিক্যাল
কলেজ হাসপাল
২৭৫৭৫৩/২৭৫৭৬৪
ঘাটাল মহকুমা হাসপাতাল
ঘাটাল (০৩২২৫) ২৫৫০৬৪
গান্ধী মিশন চক্ষু হাসপাতাল
দাসপুর (০৩২২৫) ২৫৪২৩৭
নার্সিং হোম
ঘাটাল ফার্টিলিটি সেন্টার
কুশপাতা, ২৪৪৪০০
স্পন্দন নার্সিং হোম
রবীন্দ্রনগর
২৬৩৭১৬/২৭৩৯৮৬
শ্রীমা নার্সিং হোম
ডেবরা ২৪৩২২৬
পঞ্চানন মেটারনিটি হোম
কেরানিটোলা, ২৭৫০৫১
মেদিনীপুর নার্সিং হোম
রবীন্দ্রগর, ২৭৫২৫১
অঙ্কুর (শিশুদের নার্সিংহোম),
ডেবরা ০৩২২২-২৪৩৮৩৮
ডায়গনস্টিক ও পলিক্লিনিক
সুনজর (আই ক্লিনিক)
গৌরা, দাসপুর
২৫৮০৩১/২৫৮২৫৭
জি পি এল
ঘাটাল কলেজে নিকট
২৫৫৪৭৮
মেদিনীপুর স্ক্যান সেন্টার
কেরানিটোলা ২৬৬৬১০
স্পন্দন
রবীন্দ্রনগর ২৬৩৭১৬
স্বস্তি এক্স-রে, ক্লিনিক
কুশপাতা, ঘাটাল
২৫৫১৯১
ইন্দু এক্স-রে, ডেবরা
০৩২২২-২৪৩২১২
অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস
স্পন্দন
রবীন্দ্রনগর ২৬৩৭১৬
মেদিনীপুর পুরসভা
২৭৫৩৮৪
পিপলস কো-অপারেটিভ
ব্যাঙ্ক ২৭৫১৭২
সেবায়ন ২৫৫৫৪৭
ঘাটাল পুরসভা
২৫৫৭৭৬
ব্লাড ব্যাঙ্ক / অক্সিজেন
ঘাটাল মহকুমা হাসপাতাল
ব্লাড ব্যাঙ্ক
২৫৫৬৬৪/২৫৫০৬৮
ব্লাড ব্যাঙ্ক
(০৩২২২)২৬১০০৭
ঘাটাল অক্সিজেন সার্ভিস
২৫৫৫৪৪,৯৪৩৪০২৯৪৪৩

সরকারি হাসপাতাল

কলকাতা

এস এসকে এম হাসপাতাল
২২২৩ ৬২৪২ / ৯৬৯২
২২২৩ ৯৬৫৪/৬১৭৮
কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ
হাসপাতাল
২২৪১ ৪৯০১ / ৪৯০২
২২৪১ ২৯৭২ /৪৯০৪
নীলরতন সরকার
মেডিক্যাল কলেজ
হাসপাতাল (এন আর এস)
২২৪৪ ৩২১৩/৩২১৭/০১১১
চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল
মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল
২২৮৯ ৭১২২ / ৭১২৩
আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ
হাসপাতাল
২৫৫৫ ৭৬৭৬ / ৮৮৩৮
২৫৫৫ ৭৬৭৫ / ৭৬৫৬
শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাল
২২৮৭ ০০৭৮ / ০০৭৯
বিধানচন্দ্র রায় শিশু
হাসপাতাল
২৩৬২ ৮১০১ / ৮১৯৭
চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল
২৪৭৬ ৫১০১ / ৫১০২ /৫১০৪
এম আর বাঙ্গুর হাসপাতাল
২৪৭৩ ০০০০/৩৩৫৪
বেলেঘাটা আইডি
হাসপাতাল
২৩৭০ ১২৫১/১২৫২
ডাঃ আর আহমেদ ডেন্টাল
হাসপাতাল
২২৬৫ ৫৭৭১/৬৮৭৬
বি আর সিং রেলওয়ে
হাসপাতাল
২৩৫০৪০৭৫
বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোম
এ এম আর আই
হস্‌পিটালস্‌
পি-৪ ও ৫, সি আই টি, ব্লক-এ,
গড়িয়াহাট রোড, কল-২৯
২৪৬১২৫২৬/২৬২৬
জে সি ১৬ ও ১৭ সল্টলেক
কল-৯৮,২৩৩৫৮৫৯৫/৯৬
www.amrihospital.in

এ এম আর আই
হসপিটালস্ (অ্যানেক্স)
১৫,পঞ্চাননতলা রোড, কল-২৯,
২৪৬১-২৫২৬/২৬২৬
www.amrihospital.in

দ্য ক্যালকাটা মেডিক্যাল
রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সি.এম.
আর. আই.)
৭/২, ডায়মন্ডহারবার রোড কল-২৭
৩০৯০৩০৯০(৩০টি লাইন)
www.cmrihospital.co.in

আই এল এস হাসপাতাল
ডিডি ৬, সল্টলেক, সিটি
সেন্টারের কাছে, কল-৬৪
৪০২০ ৬৫০০
৯৮৩০০ ০০৪৪৯
www.ilshospitals.com

বি. এম. বিড়লা হার্ট রিসার্চ সেন্টার
১/১, ন্যাশনাল লাইব্রেরি
এডিনিউ, কল-২৭
২৪৫৬৭৮৯০/৭৭৭৭
www.birlaheart.org

জি ডি ডায়বেটিস
ইনস্টিটিউট
১৩৯এ, লেনিন সরণি, কল-১৩
২২২৫৫০৩০/৩১/৩২/৩৩
gbbi502@gmail.com

বি পি পোদ্দার হাসপাতাল অ্যান্ড
মেডিক্যাল রিসার্চ লিঃ
৭১/১, হুমায়ুন কবীর সরণী,
ব্লক-জি, নিউ আলিপুর, কল-৫৩
২৪৪৫ ৮৯০১, ৯০৫১০ ৩০০০০
www.bppoddarhospital.net

ওখার্ড হসপিটাল্স
১১১এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ,
কল-২৯
২৪৬৩৩৩১৮/১৯/২০
হেল্পলাইন ঃ ৯৮৩১০৯৬৭৬১
helpkolkata@wockhardthospitals.com

রুবি জেনারেল হসপিটাল
বাইপাস, কল-১০৭
www.rubyhospital.com

কলম্বিয়া এশিয়া আই. বি. ১৯৩, সেক্টর ৩
সল্টলেক, কল-৯১ , ৩৯৮৯৮৯৬৯
www.columbiaasia.com

চার্নক হসপিটাল
ভি. আই. পি. রোড ও নিউ
টাউন অ্যাপ্রোচ রোডের সংযোগস্থলে
(হলদিরামের কাছে), তেঘরিয়া, কল-৫৯
৯৮৩১৫৩৯০০০
৯৮৩১৫৩৯০০০

দ্য মিশন হাসপাতাল দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ
টোল ফ্রি নম্বর ঃ ১৯৯৯ হেল্প লাইন ঃ
৯২৩৩৩ ৫৫৫৫৫ ইমার্জেন্সি ঃ ৯৮০০৮
৮১৬০০

সেরাম সৃষ্টি নার্সিং হোম
১৩৬/১, বিধান সরণি,
কল-৪, ২৫৩৩ ১৯৮৯
www.sserumanalysiscentre.com

নিউ লাইফ নার্সিং হোম
সাহা বাগান, জাংড়া, রাজারহাট রোড,
কল-৫৯
২৫৭০ ৬৫৬৫/৬৭/৬৮/৮০৯০

স্বস্তি নার্সিংহোম
এইচ জে/৩ ও এইচ জে/৬
ভি আই পি রোড, জোড়া মন্দির
ক্রশিং, বাগুইহাটি, কল-৫৯
২৫৭০০৪১৪/২৯৫৫
swasti_diag@vsnl.net

রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান (শিশুমঙ্গ
ল)
৯৯, শরৎবোস রোড, কল-২৬
২৪৭৫ ৩৬৩৬/৩৬৩৯/৩৬৩০

ক্যালকাটা হার্ট রিসার্চ সেন্টার
১১৪বি, শরৎ বোস রোড
কল-২৯, ২৪৭৪ ৭৬১৩
২৪৭৫ ৬৭৪৭

রিপোজ নার্সিংহোম
২০/সি, ব্রড স্ট্রিট, কল-১৯
২২৪৭-১৪৪২/৩৪৩৮
২২৪০-৫৬১৯

পিয়ারলেস হসপিটাল এন্ড বি কে রায়
রিসার্চ সেন্টার
৩৬০, পঞ্চসায়র
কল-৯৪,২৪৬২২৩৯৪

হিন্দুস্থান হেলথ পয়েন্ট
২৪০৬, গড়িয়া মেন রোড
কল-৮৪, ২৪৩৫-৯৯৯৯

লেকভিউ নার্সিংহোম
১৬/২, লেকভিউ রোড
২৪৬৬-০৬৫৪

এন জি মেডিকেয়ার
১২৩ এ, অর বি এভিনিউ
কল-২৬, ২৪৬৪০২৩০

পার্ক পয়েন্ট
১৬, পার্ক লেন, কল-১৬
২২২৯-১০৪৯

ব্রডওয়ে নার্সিংহোম
১৯৮এ,ব্লক-জে নিউ আলিপুর
কলকাতা, ২৫৩৪ ৫৬৮১

এলিট নার্সিংহোম
৫১,মনোহরপুকুর রোড
কল-২৬, ২৪৭৫-৩৫৭২

শান্তিনিকেতন নার্সিংহোম
শাজাহান রোড, বারুইপুর
২৪৩৩-৬৬৬৬

অ্যাপলো গ্লেনিগেলস হাসপাতাল
৫৮ ক্যানেল সার্কুলার রোড
কল-৫৪, ২৩২০ ৩০৪০/২১২২

ন্যাশনাল নিউরো
সায়েন্স সেন্টার
৩৬০পঞ্চসায়র, পিয়ারলেস
হাসপাতাল (৩য় তল) কল-৯৪
২৪৩২-০৯৯৯/০৭৭৭/
০৭৪৮

ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক হসপিটাল
আন্দুল রোড, হাওড়া-১০৯
২৬৪৪ ৮৮৮৮ / ৮৮৮৯

কে পি সি মেডিক্যাল কলেজ
অ্যান্ড হসপিটাল
১ এফ, রাজা এস সি মল্লিক রোড, যা
কল-২
৩০০১-৬১০০/৬১২৪

রবীন্দ্রনাথ টেগোর
ইন্টারন্যাশনাল
ইনস্টিটিউট অফ
কার্ডিয়াক সায়েন্স
১২৪, মুকুন্দপুর, ইএম বাইপাস কল-৭
২৪৩৬ ৩০০০

বেহালা বালানন্দ ব্রহ্মচারী
হসপিটাল
১৫১/৫২, ডিএইচ রোড কল-৩৪,
২৪৭৮-৭৮০১/১৬৮৭
মিশন অফ মার্সি হসপিটাল
অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার
১২৫/১ পার্কস্ট্রিট, কল-১৭
২২২৯ ৬৬৬৬, ৩০২১ ৭৫০০
কেনভিউ
৯,লাউডন স্ট্রিট, কল-১৭
২২৪৭ ২৩৩২, ২২৪৭৬৯২৫
ইসলামিয়া হসপিটাল
৭৩, সি আর অ্যাভেনিউ
কল-৭২, ২২৩৭ ৮৭৩৭/৩৮
[illegible] মেডিক্যাল
[illegible], আলিপুর রোড
কল-২৭, ২৪৫৬ ৭০৫০-৫৯
[illegible] নার্সিংহোম
আলিপুর রোড. কলকাতা
[illegible]
[illegible] হসপিটাল
[illegible], ভূপেন বোস
[illegible], শ্যামবাজার, কল-০৪,
[illegible]
[illegible] হাসপাতাল
[illegible] শেক্সপিয়ার সরণি
কল-৭১, ২২৮২ ৭৪৬৫
[illegible]
[illegible] বাজার, পশ্চিম মেদিনীপুর
[illegible] ২৪৩২২২৬/
[illegible]
[illegible] মেডিকেল পার্ক
[illegible], বারাসত উত্তর ২৪
[illegible] ২৫৮৪৩৫০০
[illegible]medicalpark.org
[illegible] ক্লিনিক এন্ড
[illegible]
[illegible], হাওড়া
[illegible]/০৬৫২/৯৪৩৩০৪৭৯১৮
[illegible] রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর
[illegible] মেডিসিন
[illegible], স্টেশনপাড়া, হাওড়া
[illegible]/০৬৫২/৯৪৩৩০৪৭৯১৮
www.[illegible].org

প্যারামাউন্ট হেলথ্ কেয়ার হসপিটাল
১৪৮ও ১৫১ জি. টি. রোড মানিকতলা, শ্রীরামপুর, হুগলি ২৬৫২৫৩০৬/৮৪৪২
৯৮৩০০৪৮৪৩২

হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট

বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ
ফিউচারিস্টিক স্টাডিস
1/এ, দুরগা রোড,
পার্কসার্কস, কল 17,
ফোন-91-33-2281
2985/6879
সিমবায়োসিস সেন্টার অফ
হেলথ কেয়ার
সিমবায়োসিস সেন্টার,
সেনাপতি বাপত রোড,
পুনে-411004
ফোনঃ (020) 2567 8680
জেনেক্স ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড আই টি কলেজ
সল্টলেক, সেক্টর তিন, ব্লক-এফই !!,
কলকাতা
ফোন : 9831115343M
9831117277
গীতারাম ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ,
ফোন :(03482) 258400, 329785
মণিপাল কলেজ অফ অ্যালায়েড
হেলথ সার্ভিসেস
মণিপাল : 576104
ফোন : (0820) 2571201
ফ্যাক্স : (0820) 2571915
www.manipal.edu
দ্য অ্যাপলো ইনস্টিটিউট
অফ হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন
অ্যাপলো হসপিটাল ক্যাম্পাস, জুবিলি
হিলস, হায়দ্রাবাদ 500003
ফোনঃ (023) 607777
ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সোসাল
ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট
ম্যানেজম্যান্ট হাউস, কলেজ স্কোয়ার
ওয়েস্ট, কলকাতা-৭৩
ফোন : (033) 22413648/3756

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মডার্ন
ম্যানেজমেন্ট
অগ্রসেন ক্যাম্পাস 239/2
ইয়ার্ডা পনে 411006
ফোনঃ (020) 26614708/5118
এস এন বি টি ওমেনস ইউনিভার্সিটি
1 নাথিবাই দামোদর থ্যাকারস রোড,
নিউ মেরিন লাইনস,
মুম্বই- 400 020
ফোন (022)-2072792
www.sndt.edu

কেরিয়ার কাউন্সেলিং

শ্রীরঞ্জনী যোশী
ফোন : 9330992023
কে কেয়ার (জর্জ কলেজ)
139 বি, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ,
কলকাতা-29,
ফোন : 32930639
টিন লাইন
23/44 গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা-29,
ফোন-2461-1463
টেন্ডার মাইন্ডসপেশাল
2 ডি, এম্বাসি অ্যাপার্টমেন্ট,
4 সেক্সপিয়র সরণি
কলকাতা-71,
ফোন : 2282-3903
গণ সহায়তা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
108/3 নারায়ণ রায় রোড
কলকাতা-8,
ফোন : 2447-3657
আরকেডিয়া ইউনিভারসিটি স্টাফ
ডিরেক্টরি
ফ্যাক্স : 215-881-8787
www.arcadia.edu/student
HB-136, সল্টলেক সিটি,
সেক্টর-3, কল-106
টার্গেট এডুকেশন সেন্টার
ডিকসন লেন, কলকাতা
ফোন-22261171/2216-5760,
22453002, 2472 7390

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ

আলফা মোটর ট্রেনিং
অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল
ফোন-(033) 2475-2955
অটোমোবাইল অ্যান্ড মোটর
ট্রেনিং স্কুল
ফোন-95353-2431567
আনন্দ মোটর ট্রেনিং স্কুল
ফোন-(033) 2554-5480
বেঙ্গল মোটর ট্রেনিং অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
স্কুল
ফোন-(033) 22720225
বিধাননগর মোটর ট্রেনিং অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল
ফোন-(033) 2335-5405
ক্যালকাটা মোটর ট্রেনিং অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল
ফোন-(033) 2475-4564
ডানলপ মোটর ট্রেনিং মোটর ট্রেনিং অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল
ফোন-2583-4928
ইস্টার্ন মোটর ট্রেনিং স্কুল
ফোন-(033) 23557122
গায়ত্রী মোটর ট্রেনিং স্কুল
ফোন-(033) 23531580
ইন্ডিয়া মোটর ট্রেনিং অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল
ফোন-(033) 2538-4830
যোধপুর মোটর ট্রেনিং স্কুল
ফোন-(033) 24237679/6444
কুসুম মোটর ট্রেনিং স্কুল
Ph : 95353-2553850/2550247
লোকনাথ মোটর ট্রেনিং অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
সেন্টার
ফোন-(033) 25704009
নার্দার্ন মোটর ট্রেনিং স্কুল
Ph : 25773749
প্রিমিয়ার মোটর ট্রেনিং অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল
ফোন-(033) 2284-9394
প্রিন্স মোটর ট্রেনিং স্কুল
ফোন-(033) 2455-7997
সল্টলেক মোটর ট্রেনিং স্কুল
ফোন-(033) 2321-7973
শুক্লা মোটর ট্রেনিং স্কুল
ফোন-(033) 25303650
ইউনাইটেড মোটর ট্রেনিং স্কুল
ফোন-(033) 2240-7128
উত্তরপাড়া মোটর ট্রেনিং স্কুল
ফোন-(033) 2663-8390
বিদ্যার্থী মোটর ট্রেনিং স্কুল
ফোন-(033) 24249792

"জ্ঞানকে যখন জ্ঞানের জন্যই তাকে অনুসরণ করা হয়
একমাত্র তখনই সত্যকার জ্ঞানে পৌঁছানোর সম্ভাবনা"।
■ ঋষি অরবিন্দ

44

50247

ত ইঞ্জিনিয়ারিং

ঞ্জিনিয়ারিং স্কুল

বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির অন্তর্গত বিভিন্ন কলেজ

পূর্ব মেদিনীপুর

বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয় (1964)
পোঃ- কিসমৎ বাজকুল
পিন-721655, Ph. : 03220-274291/274460
Hons-B,E,H,Ps, Phil, S, Ph, G, Ch,M, Bot, Zoo, Ec

এগরা সারদা শশীভূষণ কলেজ (1968)
পোঃ- এগরা
পিন-721429, Ph. : 953220-244073
Hons-B,E,H,Ps, Phil, G, M,Ay

এগরা সারদা শশীভূষণ কলেজ (1968)
পোঃ- এগরা
পিন-721429, Ph. : 953220-244073
Hons-B,E,H,Ps, Phil, G, M,Ay

হলদিয়া গভঃ কলেজ (1988)
পোঃ- দেভোগ, হলদিয়া
পিন-721657, Ph. : 9532204-255578/252044
Hons-B,E,Edn, Soc, P, Edn, Ch, M, Ec, G, Anth, Stat

মহিষাদল রাজ কলেজ (1946)
পোঃ- মহিষাদল,
পিন-721 628, Ph. : 953224-240220
Hons-B,E,S, H, Ps, Phil, G, Soc, Ph, M, Ch, Ec, Ay

মহিষাদল গার্লস কলেজ (1969)
পোঃ- মহিষাদল, পিন-721 628,
Ph. : 953228-2775200240520
Hons-B,E, H, Ps, Phil, Edn, Soc, G, S,

ময়না কলেজ (1972)
পোঃ- ময়না, পিন-721 629
Ph. : 953228-260247
Hons-B,E,S, H,

ভুপতিনগর গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয় (1964)
পোঃ- ভুপতিনগর, পিন-721 425
Ph. : 953220-270236
Hons-B,E, H, Ps, Phil, S, Ec, M, Ch, Ay

পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ (1960)
পোঃ- পাঁশকুড়া আর এস, পিন-721 152
Ph. : 953228-252222
Hons-B,E, H,Ps,Edn,Ph,M,Ch,G,Zoo,Bot,m phy,Comp-Sc, Elect, Mi-Bio, Bio-Tech, Ec, Ay

[illegible] কলেজ, Ph.-03220 280 235
পোঃ- [illegible], বেহুরী
[illegible] মহাবিদ্যালয়
[illegible]
[illegible]
পোঃ- [illegible]

প্রভাতকুমার কলেজ (1926)
পোঃ- ময়না, পিন-721 401
Ph. : 953220-255020
Hons-B,E,S, H, Ps, Phill, Ph, g, Ch,M, ot, Zoo,Ec,Comp, Sc,Anthro,Nut, Ay

রামনগর কলেজ (1972)
পোঃ- দেপাল, পিন-721 453
Ph. : 953220-264241
Hons-B,E,H, Ps, Phil, S, M, Ph, Ch,Ay

সিতানন্দ কলেজ (1960)
পোঃ- নন্দীগ্রাম, পিন-721 631
Ph. : 9532204-232295/232494
Hons-B,E,H,Ps,Edn,M,Zoo,Anthro, Ch, Ph,

তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয় (1948)
পোঃ- তমলুক, পিন-721 636
Ph. : 953228-266054
Hons-B,E,S, H,Ps,Ph,M,Ch,Zoo,Bot,Ec,Phy,Ay

বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয় (1968)
পোঃ- চৈতন্যপুর, পিন-721 645
Ph. : 953224-286223
Hons-B,E, H, Ps, Phil, Elect, M, Ph, Comp-Sc, Ay

যোগদা সৎসঙ্গ পালপাড়া মহাবিদ্যালয় (1964)
পোঃ- পালপাড়া, পিন-721 458
Ph. : 953220-249277
Hons-B,E,S, H,S, Phik, Ps, Ph, M, Comp-Sc,

পশ্চিম মেদিনীপুর (বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়)

বেলদা কলেজ (1963)
পোঃ- বেলদা, পিন-721 424
Ph. : 953220-255246
Hons-B,E,H, Ps, Phil, Ph, G, M, Ch, Compsc, Zoo, Bot

ভট্টর কলেজ (1963)
পোঃ- দাঁতন, পিন-721 426
Ph. : 953229-253238
Hons-B,E, H, Ps, Phil, Ec, S, G, Music, Edn,Ay

চন্দ্রকোণা বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয় (1985)
পোঃ- চন্দ্রকোণা, পিন-721 201
Ph. : 953225-266294
Hons-B, H, Ps, Phil, G, S, Edn, Comp, Sc, Ph, Ch, M

গড়বেতা কলেজ (1948)
পোঃ- গড়বেতা, পিন-721 127
Ph. : 953227-265143
Hons-B,E, H, phil, Ph, Ch, M, Bot, Zoo, G, Phy, Elect

ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয় (1961)
পোঃ- ঘাটাল, পিন-721 629
Ph. : 953228-260247
Hons-B,E,S, H,Phil, Ps, G, M, Ch, Ph, Ay

হিজলি কলেজ (1995)
পোঃ-হিজলি, কো-অপারেটিভ, পিন-721 306
Ph. : 953222-278177
Hons-B,E,Comp-Sc, G,
ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ (1949)
পোঃ- ঝাড়গ্রাম, পিন-721 507
Ph. : 953221-255022
Hons-B,E,H, Ps, Phil, Ph, Ch, M, Bot, Zoo, Phy, Ec, Ay
কৈবল্যদায়িনী কলেজ অফ কমার্স (1961)
পোঃ- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-721 101
Ph. : 953222-275836
Hons-B,Ay
খড়গপুর কলেজ (1949)
পোঃ- খড়গপুর, পিন-721 305
Ph. : 953222-725920
Hons-B,E, Hin, H, Ps, Phil, S, G, Ec, Ay
মেদিনীপুর কলেজ (1873)
পোঃ- মেদিনীপুর, পিন-721 101
Ph. : 953222-275847
Hons-B,E,S, H, Ps, Phil, Ph, g, Ch, M, ot, Zoo, Phy, Ec, Comp, Sc, Elect
নারাজোল রাজ কলেজ (1966)
পোঃ- নারাজোল, পিন-721 211
Ph. : 953225-259616
Hons-B,E, H, Ps, M, Ch, Bot
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয় (1965)
পোঃ- মালিগ্রাম, পিন-721 140
Ph. : 953222-241224
Hons-B,E,H, Phil, Ps, M, Ph, Bot, g, Ay

রাজা নরেন্দ্রলাল খান উওমেনস কলেজ (1957)
গোপ প্যালেস পোঃ- বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি,
পিন-721 102
Ph. : 953222-275426
Hons-B,E,S, H, Phil, Ps, Music, M, Zoo, Bot, Phy, Comp, Sc, G, Ec, Mi-Bio, Nut
সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয় (1970)
পোঃ- লুটুনিয়া, পিন-721 166
Ph. : 953222-248221
Hons-B,E,S, H, Phil, Ps, Ph, Ec, Zoo, Bot, Ay
সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয় (1964)
পোঃ- কাপগরি, পিন-721 505
Ph. : 953226-263295
Hons-B,Phil, G, Anthro, Ay
শিলদা চন্দ্রশেখর কলেজ (1971)
গ্রাম ওপোঃ- শিলদা, পিন-721 515
Ph. : 953221-252311
Hons-B,H,Santali M
সুবর্ণরেখা মহাবিদ্যালয় (1988)
পোঃ গোপীবল্লভপুর, পিন-721 506
Ph. : 953221-266278
Hons-B, H, G, Ay
বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয় (1964)
পোঃ- মানিকপাড়া, পিন-721 513
Ph. : 9532202-230244
Hons-B,H, Ps, Phil, Ph, M, Ec

"অসত্য হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও"
■ উপনিষদ

গান্ধিজী কি এই ভারতবর্ষ চেয়েছিলেন?

"জগতের চেহারা সত্যিই পালটে যাবে
যদি আমরা সবাই পরস্পরের প্রতি
মৈত্রী আর ভালবাসায় বাঁচতে পারি"
—মহাত্মা গান্ধিজী।

■ শ্রী অনুপম দাস, ইতিহাস বিভাগ,
বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়

ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের সময়ে। তার পর ভারতবর্ষের বুকে বহুবীরত্বের সংগ্রাম চলেছিল। গান্ধিজী ভারতবর্ষের বুকে পা রাখার আগে বহু সশস্ত্র সংগ্রাম চলেছিল কিন্তু গান্ধিজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবার প্রতিজ্ঞা করে ছিলেন। তিনি দেশে এসে বুঝতে পারেন—"ভারত চায় স্বাধীনতা-জনগণ চান ব্রিটিশ শাসকদের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি। এই জন্যই গান্ধিজী ১৯২০ খ্রীঃ থেকে আন্দোলনের ধারা বদলাতে শুরু করেন। সেটাও আবার অহিংসা পথে। ১৮৮৫ খ্রীঃ ২৮ ডিসেম্বর ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল। সেখান থেকে যে আবেদন নিবেদন উঠে আসতো, গান্ধিজী কংগ্রেসের সেই চেহারার পরিবর্তন ঘটালেন। এই সম্পর্কে ১৯২২ খ্রীঃ গয়ায় সর্বভারতীয় অধিবেশন বসে। তখন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ। তিনি বলেন 'Great in taking decisions great in executing them. Mahatma Gandhi was incomparably great in the lart stand. Which he made on behalf of the country' তিনি ঠিকই বলেছেন।

তিনি ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দানের জন্য তিনটি অহিংসা আন্দোলন গড়ে তুলে ব্রিটিশ অপশাসনের ভিত নাড়িয়ে দেন। তথাপি এখানে প্রশ্ন হল— গান্ধীজী ইংরেজ শাসকদের তাড়িয়ে ভারতকে স্বাধীন করতে চেয়েছিল কিসের জন্য? এই বর্তমান ভারতবর্ষ দেখার জন্য, নাকী অহিংসা পথে সুন্দর ভারত গড়ে তুলার জন্য আপামোর জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে হবে। যে সুন্দর ভারত গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর গড়ে তুলার জন্য আপামোর জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে হবে। যে সুন্দর ভারতবর্ষ ভারতবাসীকে উপহার দিয়েছিলেন গান্ধীজী সহ তৎকালীন বিভিন্ন স্বাধীনতাগামী বিপ্লবী সাহসীগণ, সাহিত্যিক। দুর্নীতি মুক্ত রাজনৈতিকগণ। সেই কী কাহিনী অসত্য ছিল? না আমরাই ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছি?

বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণ এই যুগান্তরের মুখে, সমগ্র ভারত তথা সারা বিশ্বে মহাদুর্দিন, আদর্শের অভাব, সহনশীলতার বিপর্যয় যখন ঐক্যও সংহতির সুস্থিরতা ছিল প্রখর। তখনই ঐক্যের বদলে বিভেদ, সংহতির স্থলে সংঘর্ষ আঞ্চলিকতা, প্রাদেশিকতা ও ধর্মান্ধতার প্রবলবেগে মাথাচাড়া

দিয়ে ভারতবর্ষের অখন্ডতা ও স্বাধীনতাকে করে তুলেছে বিপন্ন। তখন ভগবান গান্ধীজীকে প্রেরণ করলেন স্বামীজীর অসমাপ্ত কার্যকে সমাপ্ত করতে। আর হিংসার দাবানলের মধ্যদিয়ে অহিংসা ও সত্যের বাণী প্রচার করে ও ভারতবর্ষে তা প্রয়োগ করে বিশ্বের কাছে ভারতবর্ষকে তুলে ধরেন।

গান্ধীজী চিন্তা ও কর্মের মুলত প্রেরণা হিসাবে অহিংসার কথা বলে ছিলেন। এর মূল কারণ হল তিনি বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্মের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। যীশুর 'সারমন অনদি মাউন্ট' এর শিক্ষা তাহাকে বিশেষভাবে অনুপ্রানিত করেছে। তাঁর আত্মজীবনীতে স্বীকার করেছেন— "আধুনিক জগতের তিনজন আমার জীবনের উপর গভীর ছাপ অঙ্কিত করেছেন। রায় চাঁদ ভাই তাঁহার জীবন্ত সংসর্গ দ্বারা। টলস্টয় 'Kingdom of god is within you'. এবং রাস্কিন এর Unto this last' গ্রন্থ তাহেকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেন।

গান্ধীজীর অহিংসা নীতির দ্বারা ভারতবাসীকে একত্রিত করে বিট্রিশদের হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছিল। তার সেই নীতির দুটি মুল্য ছিল—১) মানবীয়গুণ, ২) সংগ্রাম কৌশল। আর এই নীতি সমগ্র ভারতবাসীকে শুধুমাত্র নয় সমগ্র বিশ্বকে, জাগরিত করতে পেরেছিলেন। গান্ধীজীর উজ্জ্বল কৃতকর্মের জন্য রেভারেন্ড ডঃ জন হেনস হোমস নিউইয়র্ক চার্চ কম্যুনিটির ধর্মযাযক গান্ধীজী সম্বন্ধে বলেছেন — "যীশুখ্রিষ্ট্রের পর ইনিই মহত্তম মানব"।

এই মহান প্রশ্নের উত্তরে একজন সাধারণ ইতিহাস মনস্ক ছাত্র হিসাবে বলতে পারি যে— আমরা মহাত্মা গান্ধীজীর দেশের মানুষ। আমাদের অনুভব করা উচিত যে কেনই বা তাহাকে যীশুখ্রীষ্ট্রের সঙ্গে তুলনা করেছিল, তাও আবার বিদেশী পাঠক, অধ্যাপকগণ, আর আমরা ভারতীয় হয়ে সেই মহত্বের মমত্ব আজও খুঁজে বেড়াই। তাই এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে মহাবিজ্ঞানী অধ্যাপক আলবার্ট আইনস্টাইন গান্ধীজীর সম্বন্ধে লিখেছিলেন— "ভাবী কালের মানুষ হয়ত বিশ্বাসই করতে চাইবে না যে এমন একজন দেহধারী মানুষ এ পৃথিবীতে বিচরণ করেছিলেন"।

তিনি যে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখে ছিলেন, তার রূপ রেখা এই রূপছিল—" এমন এক ভারত সৃষ্টি করার জন্য আমি কাজ করে যাব। যেখানে দরিদ্রতম ব্যক্তিও অনুভব করবে, এ তারই দেশ এবং এর উন্নতির পথে তার মতামত ও যথাযোগ্য মর্যাদা পাবে। এমন এক ভারত যেখানে মানুষের মধ্যে উচ্চ নীচের ভেদাভেদ থাকবে না। এবং যেকোনে সকল সম্প্রদায় সম্পূর্ণ সৌহার্দের মধ্যে বসবাস করবে। এই ভারতে অস্পৃশ্যতার অভিশাপ বা সুরা ইত্যাদি মাদক দ্রব্যের স্থান নেই, নারী পুরুষেরা সমান অধিকার ভোগ করবে। বিশ্বের অপরাপর অংশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হবে শান্তি পূর্ণ। আমরা কাউকে শোষণ করব না বা কারুর দ্বারা শোষিত হব না বলে

আমাদের সৈন্য বাহিনী যথাসম্ভব ক্ষুদ্র। কোটি কোটি মুক জনসাধারণের হিতের পরিপন্থী নাহলে ভারতীয়দের মধ্যে পার্থক্য রাখা আমি ব্যক্তিগত ভাবে পছন্দ করিনা। এই আমার ধ্যনের ভারত, যার জন্য আমি আজীবন সংগ্রাম করে যাব।

এখানে আমার প্রশ্ন হল— গান্ধীজী কি এই ভারতবর্ষ চেয়েছিলেন? যেখানে গান্ধীজীর কোন নীতির মিল খুজে পাই নাই। তিনি যে স্বপ্নের ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেটাকী বৃথা ছিল। না তিনি ভ্রান্ত্রি স্বপ্ন দেখে ছিলেন। নাকী জনগণ সেই স্বপ্নের স্বরূপটা বুঝতে পারে নাই না বা কেউই না বোঝার ভ্রান্তি করছে। যদি সেটাই হয় তাহলে আমাদের তথা ভারতবাসীর মুর্খামির একটা বড়দিক বলে চিহ্নিত করা যায়। কারণ ভারতবাসী তাদের মহত্বের কথা ভুলে গেছেন।

যেখানে গান্ধীজীকে প্রত্যক্ষভাবে শ্রদ্ধা না করে পরোক্ষভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। তিনি যে সংগ্রামরত বিশ্বাসীকে ও সশস্ত্র বিপ্লবীদের এক অহিংসা আদর্শে দীক্ষিত করে রাখতে পেরে ছিলেন, সেখানে স্বাধীন ভারতের জনগণকেনই বা অহিংসা আদর্শের ভারত গড়ে তুলতে পারে না। তার একটাই কারণ একজন সাধারণ ছাত্র হয়ে মনে পড়ছে—শিক্ষার বেকারত্ব, যেখানে ভালো শিক্ষার মান কমে যাচ্ছে। নিম্ন শিক্ষার মান অর্থের প্রাচুর্যের মধ্যদিয়ে বেড়েই চলেছে। সেখানেই শিক্ষার মান দিক্ষায় পরিণত হয়।

আজ মৈত্রী সন্ধানে ভারত কিন্তু পাচ্ছে কোথায়। এই ভারত ভু-খন্ডে গান্ধীজী আর ফিরে আসবে না। তাহলে কী পূর্বের ভারত ফিরে আসবেনা। না কি গান্ধীজীর স্বপ্নের দেশ গড়ে তুলতে পারবো না? উত্তর আছে ভারতীয় যুব সমাজের মধ্যে কোন সংঘ বা ক্লাব গড়ে না তুলে, যুবকদের মধ্যে জাতীয় জাগরণের শিক্ষা দিয়ে এক গান্ধীজী পন্থী গোষ্ঠী গড়ে তুলতে হবে। তা হলে আমরা শান্তির নবদিগন্তের সুপ্রভাতের শিশির ভেজা একটি তাজা গোলাপের মতো প্রস্ফুটিত ভারতকে দেখতে পারবো।

এটাই আমাদের আশা আকাঙ্খা যে ভারতবর্ষ থেকে নৈরাজ্যবাদ সন্ত্রাসবাদকে প্রশমিত করতে পারলে গান্ধীজীর অহিংসা নীতিই যথেষ্ট হবে। যে ভারতবর্ষের প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি দুর্বল। যেখানে ভারতবর্ষ কবে উন্নতির শিখরে আরোহন করবে। তার জন্য চাই ঐক্যবদ্ধ ভারত।

আর এই ভারতবর্ষ গড়ার জন্য প্রয়োজন হবে আপামোর জন সাধারণের স্বচ্ছ মনোভাবের দৃষ্টি। আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থকে ত্যাগ করে বৃহৎ স্বার্থকে গ্রহণ করতে হবে। সমস্ত ভারতবাসী কে একজন সাধারণ ইতিহাস মনস্ক ছাত্র হিসাবে বলতে পারি যে— সমগ্র ভারতবাসী যেমন ভাবে সরকারী সাহায্য পাচ্ছেন। তেমনি ভারতীয় হয়ে ভারতবর্ষকে সাহায্য করেই গান্ধীজীর স্বপ্নের ভারতবর্ষ গড়ে তুলুন। সবাই এগিয়ে আসুন.....

"দেশ মাটিতে তৈরি নয়, দেশ মানুষের তৈরি" — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বি.টি. বেগুন

■ ডঃ নিথর রঞ্জন মধু, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর,
বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়।

ভারতীয় সংস্থা 'মাহিকো'র মাধ্যমে ভারতের বাজারে বি.টি. বেগুনকে আনতে চাইছে আমিরিকার বি.টি. শষ্য উৎপাদনকারী সংস্থা মনসান্টো। কিন্তু কি এই বি.টি. বেগুন? সহজভাবে বলা যায় মাটিতে পাওয়া যায় এমন এক ধরণের ব্যাকটেরিয়া, যার নাম Bacillus thruengensis (সংক্ষেপে বি.টি.) এর জিনকে বেগুনের জেনোসের মধ্যে ঢুকিয়ে তৈরী করা হয়েছে বি.টি. বেগুন। বেগুনের মধ্যে ঐ জিডন বিষস্থানীয় পদার্থ তৈরী করে। ফলে চাষীর কীটনাশকের দরকার হবে না। ঐ বেগুন দীর্ঘদিন সতেজ থাকবে। মানুষ ব্যতীত অন্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের উপর মাত্র তিনমাস পরীক্ষা করে ভারতসরকারের 'জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্রুভাল কমিটি' ছাড়পত্র দিয়েছে ছাষের পক্ষে।

কিন্তু ভারতের কৃষি বিজ্ঞানী, পরিবেশবিদ, চিকিৎসব এবং অন্যান্য সচেতন ব্যক্তিরা বাণিজ্যিকভাবে বি.টি. বেগুন চাষের বিরোধিতা করছেন। মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীদের উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ইহা কিডনী ও লিভারের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলছে। এই খাদ্য জীবের পাকস্থলীতে ঘা সৃষ্টি করতে পারে। মানুষ যতবেশী এই ধরণের খাদ্য গ্রহণ করবে তত তার ক্ষতির সম্ভাবনা থাকছে। এমনকি দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে কোন অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ আর মানুষের শরীরে কাজ করবে না।

ফেসবুক হতে

■ ডঃ নিথর রঞ্জন মধু

আশ্চর্য এক সার্কেল
তেলাপোকা ভয় পায় ইদুঁরকে
ইদুঁর ভয় পায় বিড়ালকে
বিড়াল ভয় পায় কুকুরকে
কুকুর ভয় পায় মানুষকে
মানুষ ভয় পায় নারীকে
আর সেই নারীই ভয় পায়—
'তেলাপোকাকে'!

ফেসবুক হতে

■ ডঃ নিথর রঞ্জন মধু

জীবনের মূল্য
আপনার প্রতিভার মূল্য কেউ দিচ্ছে না?
আপনার যোগ্য সম্মান পাচ্ছেন না?
আসলে, জীবনের মূল্য বাড়ে
মৃত্যুর পরেই।
উদাহরণ ঃ
গোটা মুরগী—১০০ টাকা
কাটা মুরগী—১৫০ টাকা

A Short Note on Netaji

■ **Saptarsi Chatterjee,** Dept. of Mathematics,
Bajkul Milani Mahavidyalaya

Subhas chandra Bose (born January 23, 1897; presumed to have died August 18, 1945 al though this is disputed) popularly known as Netaji (literally "Respected Leader") was a leader in the Indian Independence movement.

Netaji was elected president of the Indian National Congress for two consecutive terms but had to resign from the post following ideological conflicts with Gandhi and after openly attacking Congress foreign and internal policy. He believed that Gandhi' & tactics of non violence would never be sufficient to secure India' & independence and advocated violent registance. He established a separate political party, the All India Forward Block and continued to call for the full and immediate independence of India from British rule.

He was imprisonal by the British authorities 11 times. His stance did not change with out break of second world war, which he saw as an opportunity to take advantage of British weekness. At the outset of the war, he went away from India and travelled to the Soviet Union, Germany and Japan Seeking an alliance with the aim of attacking the British in India, with Japanese assistances, he re-organised and later led Indian National Army, formed from Indian prisoners-of-war and plantation works from British, Malayasia, Singapore, and other parts of Southeast Asia, against British forces. With Japanese monetary Political diplomatic and military assistance he formed the Azad Hind Government in exile and regrouped and led the Indian National Army in battle against the allies at Imphal and in Burma. His Political views and the alliances he made with Nazi and other militarist regimes at war with Britain have been the cause of arguments among historians and politicians, with accuring his facist sympathies, while others india have been more of real polities sympathetic towards the inculcation of real politics manifesto that guided his social and political choices.

Netaji advocated complete freedom for India at the eartiest, where the congress committee wanted it in pharses, through a Domenion Status, other younger leades including Nehru supported Netaji and finally at the historic Lahore Congress Cenvention, the Congress had to adopt purna Swaraj (complete freedom) as its motto. Bhagat Singh' & martyrdom and the in alsility of the Congress leaders to save his life infuriated Netaji and he started a movement opposing the Gandhi-Irwin pact. He was imprisonal and expelled from India. But defying the ban , he came back to India and was imprisoned again. He is presumed to have died on 18 August 1945 in a plane crash over taiwan. However contradictory evidence exists regarding his death in the accident.

নিউ মাইক্রো ল্যাবরেটরী

বাজকুল, পূর্ব মেদিনীপুর

এখানে রক্ত, মল, মূত্র, কফ, ইত্যাদি
যত্নসহকারে পরীক্ষা করা হয়।

ডাঃ সৌমেন্দ্রনাথ বেরা
D.M.S. (cal) D.M.L.T. (Birbh)

মানস কুমার মণ্ডল
B.Sc. (Bio) D.M.L.T. (W.B.)

দিশারী ক্যাটারার

বাজকুল ✦ পূর্ব মেদিনীপুর

যোগাযোগ ঃ কলেজ বুকষ্টল

মোবাইল ঃ ৯৭৩৩১০১১৩৩, ৯৭৩৪০২৬৮২০

STD-(03220) 274 366 (s)

MELODY

DEALER :

**LG, Samsung, Panorama, Sony,
Whirlpool, Philips.**

Prop.- **Ajay Maity**

Bajkul (Egra Road) Purba Medinipur

Ph. : (03220) 202 822

Garhbari-II Gram Panchayat

Bhagwanpur-II Panchayat Samity

P.O.-Garhbari • P.S.-Bhupatinagar

Dist.-Purba Medinipur • PIN-721626

E-mail : garbariiigp@gmail.com :: Website : garbari-2.in

মিলন মেলা ও প্রদর্শনীর সার্বিক সাফল্য কামনা করি— ২০১২

"শান্তি, প্রগতি, ন্যায় বিচার, সংহতি,
সমদর্শিতায় নিরিখে জনগণের সার্বিক উন্নয়নই
এই গ্রাম পঞ্চায়েতের আদর্শ"

জনগণকে সাথী করে দায়বদ্ধতা, দক্ষতা, সততা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে মহাত্মগান্ধী জাতীয় কার্ম সুনিশ্চিত প্রকল্প, বনসৃজন, গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন, অসংগঠিত শ্রমিকদের ভবিষ্যনিধি ও ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, সার্বিক স্বাস্থ্য বিধান কর্মসূচী, স্বরোজগার যোজনায় স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলার মতো উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মসূচী রূপায়নে নিরলস প্রচেষ্টাই আমাদের ব্রত।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ধাড়া
উপ-প্রধান
গড়বাড়ী-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

শ্রীমতী বন্দনা বর্মন
প্রধান
গড়বাড়ী-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

মিলন মেলা ও প্রদর্শনীর সার্বিক সাফল্য কামনা করি—

সার্বিক গ্রামোন্নয়নের লক্ষ্যে আপামর জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা কামনা করি—

ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্য্যালয়

ভগবানপুর • পূর্ব মেদিনীপুর • পিন-৭২১৬০১

১। গ্রাম সংসদ সভায় আপনার অংশগ্রহণ, গ্রাম বিকাশকে ত্বরান্বিত করুক।
২। রোগ প্রতিষেধক অভিযান সফল ও শৌচাগার স্থাপন করে আপনার পরিবারকে রোগমুক্ত করে তুলুন।
৩। পঞ্চায়েত এলাকার বিদ্যালয়, রাস্তাঘাট, নলকূপ ইত্যাদি আপনার সম্পত্তি। এর রক্ষণাবেক্ষণে আপনার লাভ, উদাসীনতায় আপনারই ক্ষতি।
৪। আমাদের সামাজিক চেতনার বিকাশের পদক্ষেপ ঈশ্বরচন্দ্র জনচেতনা।
৫। কোন শিশু জন্মালে ২১ দিনের মধ্যে এবং কারোর মৃত্যুতে ১৪ দিনের মধ্যে পঞ্চায়েত থেকে সার্টিফিকেট নিন।
৬। আপনার প্রদেয় কর নিয়মিত দিয়ে সহযোগিতা করুন।
৭। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা নির্মল জেলা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, একে ধরে রাখার দায়িত্ব আপনার।
৮। MGNREGS প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকার রাস্তাঘাট উন্নয়ন ও ব্যক্তিগত পুকুর সংস্কারের মাধ্যমে এলাকার স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি এবং সাধারণ মানুষের পরিষেবা দেওয়া আমাদের লক্ষ্য।

"উন্নয়ন যখন মোদের লক্ষ্য—
দূর্নীতিহীন প্রশাসনেই মুক্ত মোদের বক্ষ !"

ধন্যবাদসহ—

জয়শ্রী বর্মণ
উপ-প্রধান
ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

জামিরুদ্দিন মল্লিক
প্রধান
ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

এবং সকল কর্মচারীবৃন্দ
ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

ডাঃ দেবাশীস সামন্ত

এম.বি.বি.এস. (কোল), ডি. অর্থো (কোল), ডব্লু. বি. এইচ. এস.
এক্স-অর্থোপেডিক সার্জেন অফ্ মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হস্পিটাল (কোল)
অর্থোপেডিক সার্জেন এগরা এস.ডি.হাসপাতাল
অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জেন

চেম্বার ঃ

বাজকুল

কিসমত বাজকুল ✦ পূর্ব মেদিনীপুর

মিলনমেলার সাফল্য কামনায়—

মুগবেড়িয়া সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ মুগবেড়িয়া, পূর্ব মেদিনীপুর

দূরভাষ ঃ (০৩২২০) ২৭০২২২/২৭০২২৩/২৭০৭১৫/২৭০৬৫৭/২৭০৮৭৫

ফ্যাক্স ঃ (০৩২২০) ২৭০ ৭১৬, ই-মেল ঃ *mugberiaccb@yahoo.com*

আমাদের পরিষেবা

- ★ সকল শাখায় সি. বি. এস. পরিষেবা।
- ★ আমানতের উপর সর্ব্বোচ্চ সুদ প্রদান।
- ★ ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আমানত বীমা দ্বারা সুরক্ষিত।
- ★ সহজ শর্তে বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণের সুবিধা।
- ★ সমস্ত শাখায় লকারের সুব্যবস্থা আছে।
- ★ মালটিসিটি চেকের সুবিধা।

আপনাদের সেবায় আমাদের শাখাসমূহ

প্রধান শাখা, মুগবেড়িয়া-	(০৩২২০) ২৭০২২৪	ইটাবেড়িয়া শাখা-	(০৩২২০) ২৭৭০২১
ঝঁথি শাখা-	(০৩২২০) ২৫৫০৫৩	জনকা শাখা-	(০৩২২০) ২৮২২৭৫
কলাগেচ্ছিয়া শাখা-	(০৩২২০) ২৮০০৭৭	মাধাখালি (সান্ধ্য) শাখা-	(০৩২২০) ২৭০৫৩৫
ভগবানপুর শাখা-	(০৩২২০) ২৭২২২২	হেঁড়িয়া শাখা-	(০৩২২০) ২৭৬৩৮৮
বাজকুল শাখা-	(০৩২২০) ২৭৪২৫৭	কাঁথি (প্রাতঃ/সান্ধ্য) শাখা-	(০৩২২০) ২৫৯৬০৩

সমবায় অভিনন্দনসহ-

শ্রী অজিত কুমার নন্দ	শ্রী প্রদীপ চন্দ্র কয়াল	শ্রী অর্দ্ধেন্দু মাইতি
মহাপ্রবন্ধক	ভাইস-চেয়ারম্যান	চেয়ারম্যান

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ

তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর

কৃষি আমাদের সম্পদ।
এই সম্পদকে আরও
সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে চাই ...
কৃষিনির্ভর মানুষের
সার্বিক উন্নয়ন।

কৃষিজীবি মানুষের সার্বিক
উন্নয়নের জন্যে চাই বিভিন্ন
ছোট ছোট **শিল্পোদ্যোগ...**
যেখানে অসংখ্য মানুষের
কর্মসংস্থান হবে এবং মানুষের
জীবনযাত্রার মান বাস্তবিকভাবে
উন্নত হবে।

জেলার সার্বিক উন্নয়নে সর্বস্তরের মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি।

ধন্যবাদান্তে-

মামুদ হোসেন
সহকারী সভাধিপতি
পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ

গান্ধী হাজরা
সভাধিপতি
পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ